মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে?

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে?

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

Contents

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩

হাফাবা প্রকাশনা-১১০

ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল-০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০।

كيف يكون بيت المسلم

تأليف : د. مُحَمَّد كبير الإسلام

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশকাল

ছফর ১৪৪২ হিঃ

আশ্বিন ১৪২৬ বাং

সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

কম্পোজ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস

নওদাপাড়া (আমচত্বর)

সপুরা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Muminer Bashgriho Kemon Hobe written by **Dr. Muhammad Kabirul Islam**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : +88-0274-860861. Mob: 01835-423410. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

প্রসঙ্গ কথা

একজন সত্যিকার মুসলমানের সতত সাধনা থাকে দিন-রাত ইসলামী বিধান মোতাবেক অতিবাহিত করার। তার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সেকেন্ড, প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সময় ইসলাম প্রদত্ত বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত হয়। যাতে সে দ্বীন ও দুনিয়া সর্বত্র কামিয়াবী ও সফলতা লাভ করে এবং সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাতে পারে। গৃহ প্রত্যেক মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। মানুষ সেখানে জীবন যাপন করে এবং পরিবার-পরিজনের সাথে বসবাস করে। তাই মানব জীবনে ঘর-বাড়ীর গুরুত্ব ও উপকারিতা ফুটপাত, রাস্তা ও রেলওয়ে স্টেশনে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের প্রতি খেয়াল করলেই অনুধাবন করা যায়। একজন মুসলমান কিভাবে বাড়ীতে প্রবেশ করবে, কিভাবে বাড়ী থেকে বের হবে, বাড়ীতে কিভাবে থাকবে, কিভাবে জিনিসপত্র রাখবে এবং বাড়ীতে কি কি কাজ করবে প্রভৃতি বিষয়ের বিশদ বিবরণ রয়েছে কুরআন ও হাদীছে। এজন্য যদি আমরা আমাদের বাসগৃহকে ইসলামী শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা সুশোভিত করি তাহ'লে আমাদের গৃহসমূহ একেকটি সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তায় ভরপুর আলয়ে পরিণত হবে। সেই সাথে আমাদের সন্তানরা সহজেই ইসলামী শিক্ষার উপরে গড়ে উঠবে।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা মাসিক আত-তাহরীকে এটি ২০১৭ সালের অক্টোবর সংখ্যায় 'ইসলামী বাড়ীর বৈশিষ্ট্য' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। পাঠকের উপকারার্থে নিবন্ধটি বৃহৎ কলেবরে বই আকারে 'মুমিনের বাসগৃহ কেমন হবে?' শিরোনামে প্রকাশিত হ'ল। বইটির মাধ্যমে যদি কোন পাঠক উপকৃত হন, তবেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই বইটির সংকলকসহ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

-প্রকাশক

বাসগৃহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের এই মৌলিক অধিকারের মধ্যে বাসস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবাসস্থল মানুষকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে এবং অন্যের আক্রমণ থেকে বাঁচায়। এছাড়াও বাড়ীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ব্যক্তিগত প্রয়োজন :

নিরাপত্তা, ব্যক্তিগত ও দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা, একান্তে ইবাদত করা প্রভৃতি প্রয়োজনে বাসস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া সন্তান প্রতিপালন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা এবং নিজেদের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংরক্ষণের জন্যও প্রয়োজন বাড়ী-ঘর।

২. সাংস্কৃতিক প্রয়োজন :

মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির পরিশীলিত রূপ হচ্ছে সাংস্কৃতি। এক এক এলাকা, জাতি ও ধর্মের সাংস্কৃতি একেক ধরনের। সুতরাং নিজস্ব সাংস্কৃতির লালন ও চর্চার জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল। এতদ্ভিন্ন সংস্কৃতি চর্চা করা যায় না। যেমন মুসলিম পরিবারে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের থাকা ও ঘুমানোর জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা রাখা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ. 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স হয় সাত বছর। আর তাদেরকে (ছালাতের জন্য প্রয়োজনে) প্রহার করা, যখন তাদের বয়স হয় দশ বছর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও'।[১] অতিথিদের অবস্থানের জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা করা যাতে গৃহাভ্যন্তরের নারীদের গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

৩. বসবাসের প্রয়োজন :

বাসস্থান বান্দাদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এক অতি বড় নে'মত। যা মানুষের বসবাসের জন্য আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে দান করেছেন। আল্লাহ বলেন,

---

১. *আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২; ছহীহাহ হা/৭৬৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮।*

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُوْدِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنٍ-

'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেছেন আবাসস্থল এবং পশুচর্মের দ্বারা তোমাদের জন্য করেছেন তাঁবুর ব্যবস্থা। যা তোমরা সফরকালে সহজে বহন করতে পার এবং অবস্থান কালে সহজে ব্যবহার করতে পার। আর এগুলির পশম, লোম ও চুল দ্বারা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন গৃহ সামগ্রী ও আসবাবপত্রের কিছু কালের জন্য' *(নাহল ১৬/৮০)*। এ আয়াতে আল্লাহ স্থায়ী ও অস্থায়ী দু'ধরনের গৃহের কথা উল্লেখ করেছেন। উভয়টিই নে'মত। গৃহে থাকে বসার জন্য চেয়ার, সোফা; শোয়ার জন্য খাট, পালং, চৌকি; প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য টয়লেট, পায়খানা; ওযূ গোসলের জন্য বাথরুম বা গোসলখানা ইত্যাদি থাকে। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা। বিশ্রাম ও আরামের জন্য থাকে গ্রীষ্মে দেহ শীতল করার ব্যবস্থা এবং শীতকালে শরীর গরম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

৪. স্বাস্থ্যগত প্রয়োজন :

মানুষের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার জন্যও পৃথক আবাসস্থল প্রয়োজন। নিজেকে অস্বাস্থ্যকর স্থান থেকে রক্ষা, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ছোঁয়াচে রোগ-ব্যাধি থেকে সুরক্ষার জন্যও প্রয়োজন নিরাপদ ও স্বতন্ত্র বাসগৃহ। তাছাড়া অসুস্থ ও রোগীদের সেবা-যত্ন ও পরিচর্যার জন্য দরকার নির্দিষ্ট আবাসস্থল।

৫. সামাজিক প্রয়োজন :

সমাজের বৃহৎ পরিসরের সকল সদস্যের আচার-আচরণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস-প্রকৃতি, আক্বীদা-বিশ্বাস ও ধর্ম-কর্ম এক রকম নয়। সুতরাং সমাজের নানা ধরনের মানুষের সাথে অবাধ মেলা-মেশা ও চলাফেরার সুযোগ দিলে শিশুদের মেধা-মনন ও চারিত্রিক গঠন কাঙ্ক্ষিত আদলে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পরিবারে স্বল্প পরিসরে একই মন-মানসিকতার সদস্যদের সাথে অবস্থানের ফলে তাদের সুষ্ঠু প্রতিপালন, প্রাথমিক শিক্ষা ও চারিত্রিক গঠন কাঙ্ক্ষিতরূপে গড়ে তোলা সম্ভব। তাই প্রতিটি পরিবারের

Contents

জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র বাসগৃহ। এছাড়া বিবাহ-শাদী, ওয়ালীমা, ঈদ উৎসব প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে অতিথিদের বসার ও আপ্যায়নের জন্য প্রত্যেক পরিবারের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী-ঘর থাকা যরূরী।

৬. শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজন :

রোদ-বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ এবং দুশমন ও চোর-ডাকাতের কবল থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বাড়ী-ঘরের কোন বিকল্প নেই। খাদ্য গ্রহণ, বিশ্রাম নেওয়া ও নিদ্রার জন্যও মানুষের দরকার একটি নিরাপদ আশ্রয় তথা ঘর-বাড়ীর। সেই সাথে শীত ও গ্রীষ্মকালীন প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষার জন্য আবাসস্থলের প্রয়োজন।

ইসলামী বাসগৃহের ভিত্তিমূল

মুসলমানদের বাড়ী-ঘর কেমন হবে, ধর্মীয় দিক থেকে কোন কোন বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে তা পরিচালিত হবে, সেটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে নিম্নে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত :

মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে দৃঢ় ঈমান, আল্লাহ্র ভীতি ও তাক্বওয়ার উপরে ইসলামী বাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ্র নির্দেশ প্রতিপালন ও তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং পরিবারের সকল সদস্যকে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী আদর্শের উপরে গড়ে তোলার মাধ্যমে নিজের বাড়ীকে ইসলামী বাড়ীতে রূপান্তরিত করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা সুদৃঢ় ঈমানের মাধ্যমে তাক্বওয়ার ভিত্তির উপরে বাড়ী-ঘর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন,

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ،

'যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি রেখেছে আল্লাহভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর, সেই ব্যক্তি উত্তম? না যে ব্যক্তি তার গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম। অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? বস্তুতঃ আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(তওবা ৯/১০৯)*। উক্ত আয়াতটিতে গৃহ বলতে মসজিদকে উদ্দেশ্য করা

হ'লেও মুসলমানদের নির্মিত প্রতিটি অবকাঠামো, ভবন বা গৃহের ভিত্তিই হওয়া উচিৎ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির উপর।

২. সৌহার্দ্র্য ও সম্প্রীতি স্থাপন :

মুসলমানদের বাড়ী স্থাপিত হবে পরিবারে স্নেহ-ভালবাসা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব বজায় রাখার ভিত্তিতে। আর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক অনুকম্পা, অনুগ্রহ তথা দয়ার্দ্র ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিচালিত হবে। আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ،

'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ কর। আর তিনি তোমাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে পরস্পরে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য (আল্লাহ্র একত্বের ও অসীম ক্ষমতার) বহু নিদর্শন রয়েছে' *(রূম ৩০/২১)*।

আর দয়া-অনুকম্পা হচ্ছে উত্তম চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ،

'আর আল্লাহ্র রহমতের কারণেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

৩. ইসলামী শরী‘আত ও নবীর সুন্নাত মোতাবেক বাড়ী ও পরিবার পরিচালনা :

আল্লাহ্ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মুসলমানদের বাড়ী ও পরিবার পরিচালিত হবে। যাতে সেখানে আল্লাহ্র রহমত নাযিল হয়। কারণ যেখানে আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হবে সেখানে সুখ-শান্তি ও সৌহার্দ্র্য-সম্প্রীতি বিরাজ করবে। অনাচার-দুরাচার ও বিশৃঙ্খলা থাকবে না।

৪. আল্লাহ্র আনুগত্যে পরস্পরকে সহযোগিতা করা :

সৎকর্ম তথা নেক আমল ও ভাল কাজ করার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করবে এবং এসব কাজে একে অপরকে উৎসাহিত করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

‘আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে রাতে সজাগ হয়ে নিজে ছালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও সজাগ করে। স্ত্রী উঠতে না চাইলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটায়’।[২]

৫. পারিবারিক ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা :

মুসলিম পরিবার ও বাড়ী যার উপরে ভিত্তি করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে ওঠে তা হচ্ছে পারিবারিক কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَكُوْنُ فِىْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِى خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ– ‘তিনি পরিবারের কাজ করতেন, যখন ছালাতের সময় হ’ত তখন তিনি ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন’।[৩]

পরিবারের সকলকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

---

২. *আবূদাঊদ হা/১৩০৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৬; মিশকাত হা/১২৩০; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৪৩৯।*

৩. *বুখারী হা/৬৭৬; মিশকাত হা/৫৮১৬।*

Contents

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيْرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهْىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৪]

৬. স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় করা :

যে ভিত্তির উপরে মুসলমানদের বাড়ী ও পরিবার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, তা হচ্ছে পরস্পরের অধিকার আদায় করা। তারা যেমন পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে, তেমনি তা পালনের প্রতিও থাকে সদা তৎপর। আর ইসলাম স্বামীর প্রতি নির্দেশ দিয়েছে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করার। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর' *(নিসা ৪/১৯)*।

স্ত্রীর হক বা অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার প্রতি ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। যার মাধ্যমে বাড়ীর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا– 'তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক

---

৪. বুখারী হা/২৫৫৪; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।

আছে'।[৫] আবুদ দারদা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে, إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ– 'তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার রবের হক আছে, মেহমানের হক আছে এবং তোমার পরিবারের হক আছে। অতএব প্রত্যেক হাকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান কর'।[৬]

রাসূল (ছাঃ) স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীদেরকে উত্তম উপদেশ দেওয়ার জন্য। তিনি বলেন, اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ. لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ– 'তোমরা স্ত্রীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে আবদ্ধ। উত্তম আচরণ ছাড়া তাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার নেই'।[৭]

স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণকে ইসলাম স্বামীর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বলে উল্লেখ করেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى. 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার পরিবারের নিকটে উত্তম। আমি আমার পরিবারের নিকটে তোমাদের মধ্যে উত্তম'।[৮]

অনুরূপভাবে স্ত্রীকেও স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ করার এবং তার হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ–

'যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার,

---

৫. বুখারী হা/১৯৭৫, ৫১৯৯; মিশকাত হা/২০৫৪।

৬. বুখারী হা/৬১৩৯; তিরমিযী হা/২৪১৩।

৭. তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।

৮. তিরমিযী হা/৩৮৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৩২৫২; ছহীহাহ হা/২৮৫।

তাহ'লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! কোন নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও স্বামী যদি তার সাথে মিলন করতে চায়, তবে সে বাধা দিতে পারবে না'।[৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، أَنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ– 'স্ত্রীর কাছে স্বামীর এরূপ হক আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না'।[১০]

এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখলে এবং তা আদায়ে তৎপর হ'লে পরিবারে শান্তি-সুখ বিরাজ করবে এবং শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

৭. সন্তান-সন্ততিকে উত্তম প্রশিক্ষণ প্রদান :

সন্তানদেরকে উত্তম প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা দানের প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। সেই সাথে তাদেরকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে, যাতে তারা পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হ'তে বাঁচাও, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

স্বামী-স্ত্রীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য হ'ল সন্তানদেরকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এজন্য শৈশবেই তাদের অন্তরে ইসলামী আদর্শের বীজ বপন করা এবং তাদেরকে সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য মুসলিম হিসাবে তৈরী করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ

---

৯. ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহাহ হা/১২০৩।

১০. ছহীহুল জামে' হা/৩১৪৮; নাছিরুদ্দীন আলবানী, আত-তা'লীকাতুল হিসান আলা ছহীহ ইবনে হিব্বান (দারু বা অযীর, তাবি), হা/৪১৫২।

سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

‘তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স হয় সাত বছর। আর তাদেরকে (ছালাতের জন্য প্রয়োজনে) প্রহার করো, যখন তাদের বয়স হয় দশ বছর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও’।[১১] অতএব বাড়ীকে সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান ও যথাযথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা কর্তব্য।

ইসলামী ও অনৈসলামী বাসগৃহের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ও অনৈসলামী বাসগৃহের মধ্যে পার্থক্য দু’দিক দিয়ে হয়ে থাকে। ১. বাড়ীর অধিবাসীদের দিক দিয়ে। ২. বাড়ীর অভ্যন্তরীণ জিনিসপত্রের দিক দিয়ে। উভয় দিক দিয়ে পার্থক্য নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যায়।-

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে :

ইসলামী বাসগৃহের অধিবাসীরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করে। সেখানে শিরকের কোন স্থান নেই। মূলতঃ বাড়ীকে তারা শিরক, বিদ‘আত ও কুসংস্কারের জঞ্জাল থেকে পরিচ্ছন্ন রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। ফরয ও নফল ইবাদতের মাধ্যমে নিজের ঘর বা বাড়িকে তারা হেদায়েতের নূরে আলোকিত করে রাখে। সর্বত্রই সেখানে প্রতিভাত হয় জান্নাতী সুখ। পক্ষান্তরে অনৈসলামী বাড়ীর অধিবাসীরা সাধারণত আল্লাহ্র ইবাদত করে না। কখনও কখনও করলেও তা হয় দায়সারা গোছের। কিংবা লোক দেখানো। কিংবা তাতে শিরক-বিদ‘আতের সংমিশ্রণ থাকে। থাকে লোকাচার বা দেশাচারের নামে কুসংস্কারের জঞ্জালে পরিপূর্ণ।

২. সৌন্দর্য বিধানের ক্ষেত্রে :

ইসলামী বাড়ীর অধিবাসীরা সৌন্দর্য বিধানের নামে ছবি-মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি থেকে বাড়ীকে মুক্ত রাখেন। এসবের পরিবর্তে ফুল, ফল, গাছপালা ইত্যাদি প্রাণহীন বস্তুর মাধ্যমে বাড়ীকে সুশোভিত করার চেষ্টা করেন। তাদের আসবাবপত্রে প্রাণীর আকৃতি-প্রকৃতি এবং শোকেসে শোপিসের নামে প্রাণীর মূর্তি যেমন শোভা পায় না, তেমনি বেডসীট, দরজা-জানালার

১১. আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২; ছহীহাহ হা/৭৬৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮৬৮।

Contents

পর্দায় এবং পরিধেয় পোষাকেও প্রাণীর ছবি উৎকীর্ণ থাকে না। কিন্তু অনৈসলামী বাড়ীর অধিবাসীরা এসবের কোন বাছ-বিচার করে না। বরং বৈষয়িক ব্যাপারের নামে তারা সবই ব্যবহার করে থাকে।

৩. সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে :

অনৈসলামী বাড়ীতে সংস্কৃতি চর্চার নামে গান-বাজনা চলে। বিনোদনের নামে টিভি-মোবাইলের স্ক্রীনে চলে অশ্লীল ছবির প্রদর্শনী। ঐসব বাড়ীতে বাজানো গানের বিকট আওয়াজে অনেক সময় প্রতিবেশীরাও কষ্ট পায়। আবার বিধর্মীদের অনুকরণে জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী, মৃত্যুদিবস ইত্যাদি পালিত হয় সাড়ম্বরে। কিন্তু ইসলামী বাড়ী এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকে।

৪. অবকাঠামোর ক্ষেত্রে :

অনৈসলামী বাড়ীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাণীর ছবি-মূর্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন বাড়ীর ফটকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ছবি টাঙানো, মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ এবং বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রাণীর ছবি-মূর্তি বিশিষ্ট টাইলস ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আবার কোন কোন সময় নিজেদের ছবি তুলে বাঁধাই করে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ইসলামী বাড়ী থাকে এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত-পবিত্র।

৫. পর্দা-পুশিদার ক্ষেত্রে :

অনৈসলামী বাড়ীতে পর্দার তেমন কোন ব্যবস্থা থাকে না। সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলে। বাড়ীতে পর পুরুষের অবাধ যাতায়াত চলে। নারী-পুরুষ এক সাথে বসে টিভি দেখা বা গল্প-গুজব করায় কোন বাধা সেখানে থাকে না। কিন্তু ইসলামী বাড়ীতে এসবের কোন স্থান নেই। সেখানে শারঈ পর্দা যেমন থাকে, তেমনি গায়র মাহরাম পুরুষের সাথে অবাধ দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ থাকে না। সেখানে পর পুরুষের যাতায়াত থাকে নিয়ন্ত্রিত।

৬. আল্লাহ্র বিধান পালনের ক্ষেত্রে :

ইসলামী বাড়ীতে আল্লাহ্র বিধান পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। অধিবাসীরা ফরয-ওয়াজিব পালনে সদা সচেষ্ট থাকেন এবং সুন্নাত পালনে নিজেরা অভ্যস্ত হন। তেমনি তাদের সন্তানদেরকেও এসব পালনে অভ্যস্ত

করে তোলেন। পক্ষান্তরে অনৈসলামী বাড়ীতে আল্লাহ্র বিধান তথা ফরয-ওয়াজিব পালনের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। সন্তানরাও ছোট থেকে বড় হয়, কিন্তু দ্বীনের নির্দেশ বা আল্লাহ্র বিধান পালনের শিক্ষা পায় না। এগুলি পালনেও অভ্যস্ত হয় না। বরং অন্যদের মত তারাও এসব বিষয়ে উদাসীন থাকে। এমনকি তাদের লক্ষ্য থাকে দুনিয়াবী উন্নতি-অগ্রতি লাভ করা।

৭. নির্মাণের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে :

মুসলিম ব্যক্তিমাত্রই খালেছ নিয়তে তার সব কাজ সম্পাদন করে। তার উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি। তেমনি বাড়ী-ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রেও তার উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্র রেযামন্দি। কারণ সেখানে সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করবে। তথা ছালাত-তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার ইত্যাদি ইবাদত করবে। পক্ষান্তরে অনৈসলামী বাড়ীর অধিবাসীরা এসব উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে দুনিয়াবী জীবনে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েসে কাটিয়ে দেয়। মূলত তাদের লক্ষ্য থাকে দুনিয়া, পরকাল তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় থাকে না।

ইসলামী বাসগৃহের বৈশিষ্ট্য

দুনিয়াবী জীবনে বাড়ী-ঘর মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্যতম। কিন্তু সকল বাড়ী যেমন উত্তম বাড়ী নয়, তেমনি সকল বাড়ী ইসলামী বাড়ী নয়। ইসলামী বাড়ীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে ইসলামী বাড়ী-ঘরের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'ল, যাতে আমরা নিজেদের বাড়ী-ঘরকে ইসলামী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে গড়ে তুলতে পারি। এমনকি ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্র ও উত্তম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে নিজ বাড়ীকে প্রস্তুত করতে পারি।

১. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া :

দেহ, বাড়ী ও তার চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা মুসলমানদের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, طَهِّرُوْا أَفْنِيَتَكُمْ؛ فَإِنَّ الْيَهُوْدَ لاَ تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا، 'তোমরা তোমাদের বাড়ীর আঙ্গিনা ও সম্মুখভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। কেননা ইহুদীরা তা পরিস্কার রাখে না'।[১২]

---

১২. *তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব; ছহীহাহ হা/২৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৩৫।*

এটা একটা বিশেষ মর্যাদা, যা ব্যক্তিকে অন্যান্য মানুষ থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। যেমন অনেক সময় কোন মানুষ পরিচ্ছন্ন থাকলেও পবিত্র থাকে না। অথচ মুসলিম সদা পবিত্র থাকার চেষ্টা করে। সে অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকে। অনুরূপভাবে সে অদৃশ্য ও ইন্দ্রীয়জনিত অপবিত্রতাও দূর করে। এভাবে আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে সে দৈহিক পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اسْتَقِيمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، ‘তোমরা (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকো, যদিও তোমরা আয়ত্তে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হ’ল ছালাত। কেবল মুমিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে ওযূ করে’।[১৩]

শারীরিক পবিত্রতার পাশাপাশি মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখতে সচেষ্ট হয়। শুধু তাই নয় তার বাড়ী, বাড়ীর আসবাবপত্র, ফার্নিচার ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বিশেষ করে ছালাত আদায়ের জায়গার প্রতি খেয়াল রাখে, যাতে সেখানে ময়লা-আবর্জনা পড়ে না থাকে। সেই সাথে বাড়ীর যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ময়লা-আবর্জনাও দূর করতে সচেষ্ট হয়। এমনকি পেশাব-পায়খানা, গোসলখানা ও যাতে নোংরা হয়ে না থাকে সেদিকেও তার লক্ষ্য থাকে। কেবল বাড়ীর অভ্যন্তর ভাগই নয় বহির্ভাগ ও আঙ্গিনাও যাতে পরিচ্ছন্ন থাকে সে ব্যাপারেও সে যত্নবান থাকে।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় হ’ল।-

১. ময়লা-আবর্জনা, ব্যবহৃত কাগজপত্র বা টয়লেটে ব্যবহৃত টিস্যু যেখানে সেখানে না ফেলে ময়লা ফেলার ঝুড়িতে বা ডাস্টবিনে ফেলা উচিত। অনুরূপভাবে রান্নাঘরের ময়লা নির্দিষ্ট ঢাকনাযুক্ত ঝুড়িতে ফেলতে হবে। যাতে রান্না ঘরে দুর্গন্ধ না ছড়ায়। খাবারের পরে পাত্রের ময়লা এবং উচ্ছিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে এবং ব্যবহৃত পাত্র যথাসময়ে পরিস্কার করতে হবে এবং ধৌত করতে হবে।

---

১৩. আহমাদ, ইবনে মাজাহ হা/২৭৭; মিশকাত হা/২৯২; ইরওয়াউল গালীল হা/৪১২, সনদ ছহীহ।

২. ব্যবহৃত পোষাক নির্দিষ্ট স্থানে রাখা ও সময়মত পরিস্কার করা কর্তব্য। কারণ ঘর্মাক্ত কাপড় জমা করে রাখলে যেমন ঘরময় দুর্গন্ধ ছড়ায়, তেমনি তাতে ছত্রাক পড়ে কাপড় নষ্ট হয়। অনুরূপভাবে ধূলা-ময়লা যুক্ত কাপড় রেখে না দিয়ে সাথে সাথে পরিস্কার করা উচিত।

৩. ঘরের আসবাবপত্র মাঝে-মধ্যে পরিস্কার করা। যাতে তা ময়লা জমে বিনষ্ট না হয়। কিংবা ব্যবহারের সময় পোষাক-পরিচ্ছদ ও শরীর ময়লাযুক্ত না হয়।

৪. বাড়ীর অভ্যন্তর, বহির্ভাগ ও আঙ্গিনা পরিস্কারের জন্য সময় নির্ধারিত থাকা দরকার। যাতে সে সময় অতিক্রান্ত না হয় এবং দীর্ঘদিন পরিস্কার না করার কারণে বাড়ীর ভিতর-বাহির ও আঙ্গিনা অপরিচ্ছন্ন না হয়।

৫. বাড়ীর সদস্যদের শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। যেমন নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, নখ-চুল কাটা, গোসল করা, বিশেষ করে শুক্রবারে দুই ঈদের দিনে গোসল করা। বিছানার চাদর, দরজা, জানালার পর্দা ইত্যাদি সময়মত পরিস্কার করা কর্তব্য।

৬. রান্নাঘর ও গোসলখানা, টয়লেট সময়মত পরিস্কার করা। যাতে তা বাড়ীর পরিবেশ সুন্দর রাখতে সহায়ক হয়।

৭. সদস্যরা নিজেদের শরীর ও কাপড়ের ময়লা ও দুর্গন্ধ দূর করার চেষ্টা করবে যাতে তা অন্যদের কষ্ট না দেয়।

উল্লেখ্য যে, অনেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, আবার অনেকে শিথিলতা প্রদর্শন করে। এ দু'টির কোনটিই ঠিক নয়। বরং সময়মত যথাসম্ভব পরিস্কার করা, যাতে বাড়ীর পরিবেশ ঠিক থাকে।

২. বাড়ীর ভিতর-বাহির সুবিন্যস্ত ও সুন্দর করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ ‘কেননা আল্লাহ তা‘আলা অশালীনতা ও অশ্লীলতা পসন্দ করেন না’।[১৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক বাড়ী সংশোধনের পাশাপাশি, বর্তমান সময়ে চলাচলের বাহন গাড়ী ঠিক করাও প্রয়োজন। এটা হচ্ছে বাড়ীর বহির্ভাগের জিনিস। এর সাথে পরিধেয় বস্ত্র পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করা প্রয়োজন, যাতে

১৪. মুসলিম হা/২১৬৫; আবূদাঊদ হা/৪০৮৯; ছহীহাহ হা/২৭২১।

তা অন্য মানুষের চোখে সুশোভিত দেখায়। এটা মুসলমানদের জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজন ও ভাই-বন্ধুদের সাথে শালীন বা ভদ্রোচিত আচরণের অন্তর্গত। এটা বাড়ীর অভ্যন্তরীণ বিষয়। অনুরূপভাবে বাড়ীর ভিতরের সব জিনিস পরিপাটি ও গোছগাছ করে রাখা প্রয়োজন যাতে বাড়ীতে আগত কারো দৃষ্টিতে অপসন্দনীয় ও খারাপ কিছু না পড়ে। এটা বাড়ীর উত্তম পরিপাটি ও সাজগোছের অন্তর্ভুক্ত। বাড়ীর সকল সদস্যদের উচিত এসব বিষয়ে খেয়াল রাখা। সুতরাং বাড়ীর স্ত্রী স্বামী ও সন্তানের সামনে উত্তম নমুনা হবেন। যেমন পুরুষরা অন্যদের জন্য আদর্শ হবেন। বাড়ীর সকল সদস্যকে এসব শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। একান্ত কোন বাধা-প্রতিবন্ধকতা না থাকলে অথবা কোন কাজের কারণে সমস্যা না থাকলে পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা এবং বাড়ীর সব জিনিস যথা স্থানে সাজিয়ে রেখে বাড়ীকে সুন্দর করে রাখা কর্তব্য।

অনেককে দেখা যায়, তারা নিজেদের চেহারা ও বাড়ীর দর্শনীয় বিষয়ের প্রতি অমনোযোগী ও বেখেয়ালে থাকে। যেমন টেবিলে ছড়ানো-ছিটানো বই-খাতাপত্র, লাইব্রেরীতে বিশৃংখল বইয়ের স্তূপ, ঘরের এখানে সেখানে ব্যবহৃত পোষাক এলোমেলো ফেলে রাখা। অনেক সময় মহিলারা শয্যা গ্রহণের পোষাকেই থাকে দীর্ঘ বেলা পর্যন্ত, শিশুদের ঘুম থেকে ওঠার পর হাত-মুখ না ধোয়ানো, দীর্ঘ বেলা পর্যন্ত মশারী বিছানাপত্র অগোছালো পড়ে থাকা ইত্যাদি। এসব শিষ্টাচার পরিপন্থী। সুতরাং বাড়ীর ভিতর-বাহির পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

১. বাড়ীর প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য স্থান নির্দিষ্ট রাখা এবং জিনিসগুলি যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা উচিত। কাজ করার পর বা ব্যবহারের পর পুনরায় তা স্ব স্ব স্থানে সাজিয়ে রাখা।

২. বাড়ীর প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে এ অভ্যাস গড়ে তোলা যে, তারা যেন কোন জিনিস এলোমেলোভাবে ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না রাখে; বরং প্রতিটি জিনিস যথাস্থানে রাখে।

৩. বাড়ীর প্রত্যেকটি কক্ষ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে সাধ্যমত সুসজ্জিত করা এবং প্রত্যেকটি কক্ষ পরিপাটি করে রাখা। সেটা ড্রয়িং রুম, বেড রুম, লাইব্রেরী বা পড়ার ঘর কিংবা কিচেন বা রান্না ঘর যেটাই হোক না কেন।

৪. টেবিলের উপরের খাতা-কলম, বই-পত্র সাজিয়ে রাখা। পড়া বা লেখার পর প্রতিটি জিনিস যথাস্থানে রাখা।

৫. প্রত্যেক সদস্যকে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। যেমন দাঁত ব্রাশ করা বা মেসওয়াক করা, উত্তমরূপে হাত-মুখ ধৌত করা ও ওযূ করা। শয্যা গ্রহণের জন্য পৃথক পোষাক পরিধান করে থাকলে তা দ্রুত পরিবর্তন করে স্বাভাবিক পোষাক পরা ইত্যাদি।

৬. জিনিসপত্র সাজানোর ক্ষেত্রেও সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। যেমন সাধারণ বইয়ের উপরে ধর্মীয় বই রাখা এবং সবার উপরে কুরআন মাজীদ রাখা। তার উপরে কোন কিছু না রাখা। গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হাতের কাছে রাখা। বিশেষ করে শিশুদের প্রয়োজনীয় জিনিস হাতের নাগালে রাখা। ঔষধপত্র শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা। ছেলে-মেয়েদের ঘুমানোর ঘর পৃথক করা ইত্যাদি।

৩. আওয়াজ নীচু, গোপনীয় বস্তু আড়ালে রাখা ও অন্যকে বিরক্ত না করা :

বাড়ীর সদস্যরা একে অপরের প্রতিবেশী, স্বজন, নিকটজন এবং একত্রে বসবাসকারী। তাই একে অপরের হকের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং পরস্পরকে কষ্ট না দেওয়া। সবচেয়ে বিরক্তি উদ্রেককারী এবং কষ্টদায়ক হচ্ছে চিৎকার-চেচামেচি ও হট্টগোল করা এবং উচ্চ আওয়াজ করা। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ ‘একজনের কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ অন্যজনের কানে যেন না পৌঁছে’।[১৫] যদি উচ্চশব্দে কুরআন তেলাওয়াতের মত পবিত্র কাজের অন্যের বিরক্তি আসার ভয়ে পরিত্যাগ করতে হয়, তাহ’লে অনর্থক আওয়াজের ব্যাপারে কেমন সতর্ক থাকা উচিৎ? অতএব মুসলমানদের বাড়ীর সদস্যরা এমনভাবে আওয়াজ করবে না যা অন্যের কষ্ট বা অসুবিধার কারণ হয়।

কখনও কখনও লাউড স্পীকার চালু করে এবং উচ্চ আওয়াজে রেডিও, টিভি চালিয়ে বাড়ীর ভিতর-বাহিরের মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। কখনও উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করে কিংবা বাড়ীর সদস্যরা পরস্পরের সাথে উচ্চ শব্দে আলোচনা করে প্রতিবেশীদেরকে বিরক্ত করে তোলে। এটা

---

১৫. আহমাদ হা/১৯০৪৪; মিশকাত হা/৮৫৬; ছহীহাহ হা/১৬০৩; ছহীহুল জামে‘ হা/১৯৬১।

একদিকে যেমন ভদ্রতা-শালীনতা পরিপন্থী, তেমনি অন্যের কষ্টের কারণ। অনেক সময় মেহমানদের উপস্থিতিতে বাচ্চারা চিৎকার করে কাঁদতে থাকে; মহিলারা বাড়ীর ভিতরে উচ্চ আওয়াজে কথা বলে, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে যা বাড়ীতে আগত অতিথি ও প্রতিবেশীরা শুনতে পায়। অথচ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। এসব অপসন্দনীয় এবং আদবের খেলাফ। মহিলাদের একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কথাবার্তায় যেন তাদের আওয়াজ উচ্চ না হয়। পরপুরুষ ও বাড়ীতে আগত অতিথিরা যেন তাদের আওয়াজ যেন শুনতে না পায়। কিংবা বিনা প্রয়োজনে পর পুরুষের সাথে কথা না বলে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ، 'পর পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। তাহ'লে যার অন্তরে রোগ আছে, সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে' *(আহযাব ৩৩/৩২)*।

অনেক সময় মহিলারা বাড়ীর পাশে রাস্তায় আগত হকারদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে বা তাদের নিকট থেকে পণ্য কেনাবেচার নামে সময় ক্ষেপন করে। এটা পর্দার খেলাফ ও আদবের পরিপন্থী। অনেক সময় প্রতিবেশী শিশুদের সাথে বাড়ীর শিশুদের বিবাদে মহিলারা এবং এক পর্যায়ে পুরুষরা জড়িয়ে পড়ে। এতে প্রতিবেশীরা কষ্ট পায়। আর প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া জাহান্নামে প্রবেশের কারণ।[১৬] অনেক সময় শিশুদের ঝগড়া-বিবাদ আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য শিশুদের উত্তম প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে আদর্শবান করে গড়ে তোলা কর্তব্য।

উপরোক্ত আলোচনায় কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় :

১. বাড়ীতে আগত মেহমানের নিকটে উপবিষ্ট পুরুষের সাথে মহিলাদের কথা বলার প্রয়োজন হ'লে উচ্চ শব্দে ডাকার পরিবর্তে দরজায় করাঘাত করে সংকেত দেবে।

২. যদি কেউ বাড়ীর গেট নক করে বা কলিংবেল বাজায়, বাড়ীতে পুরুষ থাকলেও সে উত্তর না দিলে কিংবা পুরুষ না থাকলে মহিলা জবাব দেবে যথাসম্ভব নিম্নস্বরে এবং কথায় যেন নম্রতা প্রকাশ না পায়।

---

১৬. *আহমাদ হা/৯৬৭৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১৯, সনদ ছহীহ।*

৩. বাড়ীর বড়-ছোট সদস্যরা পরস্পর কথা বললে সম্ভবপর নিম্নস্বরে বলবে। স্মর্তব্য যে, বাড়ীর ছোট সদস্যরা বড়দের অনুসরণ করে। এজন্য কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, কোন কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর নিচু রাখবে। যা দেখে ছোটরা শিখবে ও তার অনুসরণ করবে।

৪. অন্যকে বিরক্তকারী ও কষ্টদায়ক কাজ বা শব্দ থেকে বিরত থাকবে।

৫. হৈহুল্লোড় ও হট্টগোল যথাসম্ভব পরিহার করবে।

৬. শিশুদের কান্নার সময় তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। যাতে তারা শান্ত থাকে সেই চেষ্টা করবে।

৭. বাড়ীর বা পরিবারের গোপনীয় বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ না করে তা গোপন রাখার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংঘটিত কাজ প্রকাশ করবে না। কেননা কিয়ামতে এসব বিষয় প্রকাশকারী হবে সর্বনিকৃষ্ট।

৪. ইলম ও ইবাদতের ক্ষেত্র হওয়া :

বাড়ীর মুসলিম অধিবাসীদের জন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঘরে ইলম চর্চা ও ইবাদতের ব্যবস্থা করা। ইলমের ক্ষেত্রে ফরয ইলম তথা দ্বীনী জ্ঞান ও পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় ইলমের ব্যবস্থা করা যরূরী। আর গুরুত্বপূর্ণ যে ইলম মুসলিম অর্জন করবে তা হচ্ছে, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদত সম্পর্কিত জ্ঞান ও আদব-আখলাক সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন করা। এ বিষয়ে বাড়ীর সদস্যদের পরস্পরকে সহযোগিতা করা উচিত। যাতে করে বাড়ীর লোকেরা এমন নৈকট্য হাছিল করে যে, আল্লাহ শীর্ষস্থানীয় ফেরেশতাদের নিকটে তাদের বিষয় উল্লেখ করেন। যেমন হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِىْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِىْ، فَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِىْ نَفْسِىْ، وَإِنْ ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِىْ مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

‘আমি বান্দার নিকটে সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জন-সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দু’হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই’।[১৭]

উম্মাহাতুল মুমিনীন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيْرًا، ‘আর তোমরা স্মরণ রেখ যেন তোমাদের গৃহগুলিতে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ এবং হাদীছ পঠিত হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয়ে অবহিত’ *(আহযাব ৩৩/৩৪)*। এখানে কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন এবং তার জন্য ইলম অর্জনের প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বাড়ীতে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা যরূরী। এজন্য বাড়ীতে তা‘লীমী বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে। মূলতঃ মুসলমানদের বাড়ী হবে বাড়ীর সদস্য ও অন্য নারী-পুরুষদের শিক্ষা কেন্দ্র। বিশেষ করে বাড়ীর ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইলম শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমকালীন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, যা দ্বীন বিরোধী নয় এবং ব্যক্তি বিশেষের সাথে আচার-ব্যবহারের আদব বা শিষ্টাচার প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ইলম শিক্ষার জন্য প্রতিটি বাড়ীতে পাঠাগার থাকা উচিত। সেই সাথে সেখানে পড়ালেখার প্রতি তাকীদ দেওয়া প্রয়োজন।

ইলম শিক্ষার পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগীর প্রতিও জোর দিতে হবে। যাতে বাড়ীর সকলে নিয়মিত ছালাত, তেলাওয়াত ও যিকর-আযকারে অভ্যস্ত হয়। সেই সাথে ফরয ছিয়াম পালন এবং নফল ছিয়ামের অভ্যাস গড়ে

---

১৭. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫; তিরমিযী হা/৩৬০৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮২২।

তুলতে হবে। আবার ফরয ছালাত যাতে বাড়ীর পুরুষ সদস্যরা মসজিদে জামা'আতে আদায় করে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কেউ কোন কারণে মসজিদে জামা'আতে যেতে না পারলে বাড়ীতে অন্যদের নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করবে। শুক্রবারে বাড়ীর সকলে যেমন মসজিদে যাবে তেমনি এদিন সকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে অধিক হারে দরূদ পাঠ করবে এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সকাল সকাল মসজিদে গমন করবে। সোমবার, বৃহস্পতিবার, আরাফা ও আশূরার ছিয়াম পালন করবে। রামাযান, যিলহজ্জ ও শা'বান মাসে অধিক ইবাদত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করবে। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বাড়ীতে আলোচনা অনুষ্ঠান করা যেমন রামাযান, আশূরা, হজ্জ ইত্যাদির গুরুত্ব, শিক্ষা ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা ও বাড়ীর অধিবাসীদের অবহিত করা। মোটকথা প্রত্যেক মুসলমানের গৃহকে জ্ঞানার্জন ও ইবাদতের কেন্দ্রে পরিণত করা উচিত।

৫. পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও জীবন-জীবিকায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা :

ফরয ও সুন্নাত তরকে যেমন দুনিয়াবী খারাবী রয়েছে, তেমনি হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার দুনিয়াবী কুপ্রভাব রয়েছে। যেমন মিসওয়াকের সুন্নাত পরিত্যাগের শাস্তি হচ্ছে দাঁত বিনষ্ট হওয়া, পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন না করার শাস্তি হচ্ছে শরীর বিনষ্ট হওয়া। এভাবে প্রতিটি দ্বীন বিরোধী কাজের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এজন্য প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমকে পানাহারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় কয়েকটি বিষয় হচ্ছে-

১. অপচয় না করা। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। ২. ক্ষতিকর বস্তু পানাহার না করা, বিশেষ করে হারাম দ্রব্য। ৩. পরিমিত পানাহার করা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ.

'মানুষ পেট হ'তে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার

চেয়েও বেশী প্রয়োজন হ'লে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে'।[১৮]

৪. এমনভাবে আহার করবে, যাতে স্থূলদেহী না হয়। কেননা স্থূলদেহী হওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিরুৎসাহিত করে বলেন, وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ 'তারা হবে চর্বিওয়ালা মোটাসোটা'।[১৯] হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, أَيْ يُحِبُّونَ التَّوَسُّعَ فِيْ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَهِيَ أَسْبَابُ السِّمَنِ অর্থাৎ তারা অধিক পানাহার করতে পসন্দ করে। আর তা হচ্ছে মোটা-সোটা হওয়ার কারণ।[২০]

প্রত্যেক মুসলিম নিজের ও পরিবারের সদস্যদের ব্যাপারে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বাড়ীতে আগত খাদ্য-পানীয় এবং প্রস্তুতকৃত খাবারের প্রতি খেয়াল রাখা। অনুরূপভাবে খাবারের প্রকার, প্রয়োজনীয়তা, চাহিদা ও পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি দিবে। প্রত্যেকেই লক্ষ্য রাখবে, খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের দিকে, যাতে দেহের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক খাবার গ্রহণ করা না হয়। কেননা অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ও কাজকর্ম বিঘ্নিত করে। মেরুদণ্ড সোজা রাখার মত প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও প্রোটিন সমৃদ্ধ পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। খাদ্যমান খেয়াল করে সুষম খাদ্য গ্রহণ করবে। মনে রাখতে হবে যে, পরিমিত খাবার গ্রহণে সুন্দর দেহ, আর সুস্থ স্বাস্থ্যে সুস্থির মন। সুতরাং খাবার গ্রহণ এমন হ'তে হবে যাতে দ্বীনী ও দুনিয়াবী কোন ক্ষতি না থাকে। তাই পানাহারের ক্ষেত্রে বাড়ীতে সুশৃংখল নীতিমালা থাকতে হবে। যেটা বাড়ীর ছোট-বড় সকল সদস্যকে অনুসরণ করতে হবে।

বাড়ীর অধিবাসীদেরকে বিড়ি-সিগারেট বা অনুরূপ নেশাদার দ্রব্য থেকে দূরে থাকতে হবে। বিশেষ করে কোন প্রকার হারাম খাদ্য-পানীয় যাতে

---

১৮. তিরমিযী হা/২৩৮০; ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৯; মিশকাত হা/৫১৯২; ছহীহাহ হা/২২৬৫।

১৯. বুখারী হা/২৬৫১, ৩৬৫০; মুসলিম হা/২৫৩৫।

২০. ফাতহুল বারী, ৫/২৬০ পৃঃ।

বাড়ীতে প্রবেশ না করে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। সেই সাথে খাবার গ্রহণে বাড়াবাড়ি পরিহার করতে হবে। খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ব্যায়াম ও শরীর চর্চার প্রতি নযর দিবে। কেননা তা খাদ্য-পানীয়কে দেহে পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে সহায়তা করে এবং খাদ্য-পানীয়ের কু-প্রভাব দূর করে। যেমন বদ হজম, এসিডিটি, কোলেস্টেরল জমা হওয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। শরীরকে শক্তিশালী ও সুগঠিত করার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ব্যায়াম। যার প্রতি ইসলাম মুসলমানকে উৎসাহিত করেছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، 'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়'।[২১] সুতরাং বাড়ীর বাসিন্দাদের জন্য দৈনিক কর্ম তালিকায় ব্যায়াম বা শরীর চর্চা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এমনকি বাড়ীর সুস্থ-সবল ও সক্ষমদের ব্যায়াম বিহীন একটি দিনও যেন না কাটে। ব্যায়ামের মধ্যে সবচেয়ে সহজ হ'ল দ্রুত বেগে হাঁটা।

সেই সাথে শিশু-কিশোরদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা দরকার যাতে তারাও এ বয়স থেকে ব্যায়ামের প্রতি অভ্যস্ত হয়। যেমন ওমর (রাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাঁতার কাটা, তিরন্দাযী ও ঘোড়ায় চড়া শিক্ষা দাও। আর তাদের নির্দেশ দাও তারা যেন ঘোড়ার পিঠে শক্ত হয়ে বসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَلِمَ الرَّمْىَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى. 'যে ব্যক্তি তীরন্দাযী শিক্ষা করল, অতঃপর তা ত্যাগ করল সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা সে নাফরমানী করল'।[২২]

তিনি আরো বলেন, من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها 'যে ব্যক্তি তীরন্দাযী শিক্ষা করল, অতঃপর তা ভুলে গেল, সেটা এমন নে'মত যা সে অস্বীকার করল'।[২৩]

ব্যায়াম বা শরীর চর্চা দেহকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করে। এসব বিষয়ে পরিবারের প্রধান তথা বাড়ীর কর্তাব্যক্তি লক্ষ্য রাখবেন। ইবাদত-বন্দেগী,

---

২১. মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯, ৪১৬৮; মিশকাত হা/৫২৯৮।

২২. মুসলিম হা/১৯১৯; মিশকাত হা/৩৮৬৩।

২৩. ছহীহ আত-তারগীব হা/১২৯৪।

যিকর-আযকার ও কুরআন তেলাওয়াত নিয়মিত করার ব্যাপারে যেমন তিনি তাকীদ করবেন, তেমনি শরীর চর্চার ব্যাপারেও তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। এজন্য তিনি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। সন্তানদের দেহ গঠন সুস্থ-সবল করে গড়ে তোলার জন্য শরীর চর্চা যরূরী। এজন্য তাদেরকে কোন নিরাপদ জিমনেসিয়ামে ভর্তিও করা যেতে পারে।

মুসলমানদের নিয়মিত ছালাত আদায়ের পাশাপাশি কুরআন তেলাওয়াত ও হাদীছ পাঠের অভ্যাস আছে। এতে তারা অনেক সময় ব্যয় করেন। এই সুন্দর অভ্যাসের সাথে দেহ-মনের প্রফুল্লতা ও সুস্থতা আনয়নকারী কাজও নিয়মিত করা দরকার।

খাদ্য-পানীয় যাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যিক। যেমন আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ، 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। অনুরূপভাবে পোষাক-পরিচ্ছদ এবং জীবন-জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া যরূরী। যেমন প্রয়োজন ব্যতিরেকে পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বস্তু স্তূপাকারে জমা করা সম্পদ বিনষ্ট করার শামিল। নিজের জন্যও ক্ষতিকর। কেননা সম্পদ বিনষ্ট করা আল্লাহ্র নিকটে অপসন্দনীয়। সুতরাং প্রয়োজনীয় পোষাক ও আসবাবপত্র রাখাতে কোন ক্ষতি নেই। তবে প্রতিটি জিনিস ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভাবতে হবে যে, পরিবারে এর দরকার আছে-কি-না। অপ্রয়োজনীয় কোন বস্তু বাড়ীতে না ঢোকানোই কর্তব্য। কেননা মিতব্যয়িতা জীবনযাত্রার অর্ধেক। মনে রাখতে হবে যে, মিতব্যয়িতা ও কৃপণতা এক নয়। আর মুসলমানকে কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা হ'তে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّىَ أَثَرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ وَانْضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيْهِ،

‘কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন দু’ব্যক্তির মত, যারা লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত। বর্ম দু’টি এত আঁটসাঁট যে, তাদের উভয়ের হাত কব্জায় আবদ্ধ রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে, তখন বর্মটি তার দেহের উপর প্রসারিত হয়, এমনকি তা তার পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে ইচ্ছা করে তখন বর্মের কড়াগুলো পরস্পর গলে গিয়ে তার শরীরকে আঁকড়ে ধরে এবং তার উভয় হ’তে কণ্ঠের সঙ্গে লেগে যায়’।[২৪]

যুগের ভিন্নতার কারণে প্রয়োজনের ভিন্নতা হয়। বাড়ীর ভিন্নতার কারণেও তেমনি প্রয়োজনের ভিন্নতা দেখা দেয়। সুতরাং বাড়ীতে ব্যবহারযোগ্য বস্তু ছাড়া কোন জিনিস ক্রয় করা সমীচীন নয়। তেমনি বাড়ীর প্রতিটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা যরূরী। ব্যবহার্য জিনিসের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে যে প্রয়োজনের বাইরে যেন তা ব্যবহার করা না হয়। যেমন অপ্রয়োজনে বাতি জ্বালিয়ে রাখা, ফ্যান চালিয়ে রাখা এবং গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখা ইত্যাদি। এতে যেমন নিজের অর্থ নষ্ট হয়, তেমনি জাতীয় সম্পদের অপচয় হয়। অনুরূপভাবে পানির অপচয় না করা। ওযূ-গোসল ও পোষাক-পরিচ্ছদ ও পরিস্কার করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ না করা। খাদ্যদ্রব্যও কোন প্রাণীকে না দিয়ে ডাস্টবিনে বা ড্রেনে ফেলে না দেওয়া। বাড়ীর সকল সদস্যকে এসব ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তোলা যরূরী।

বিশেষ করে যানবাহন ক্রয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা। বিনা প্রয়োজনে তা ক্রয় করা যেমন অনুচিত, তেমনি অপ্রয়োজনে তা যথেচ্ছা ব্যবহারও সমীচীন নয়। পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র, রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় হাড়ি-পাতিল, পানাহারের জন্য পাত্র সমূহের সযত্ন ব্যবহার এসবকে দীর্ঘস্থায়ী করে। অযত্নে ফেলে রেখে বা অবহেলা করে এসব নষ্ট করা মুমিনের জন্য করণীয় নয়।

৬. পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-ব্যবহারে শালীনতা :

পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে মানব জীবনে প্রশিক্ষণের মূল পাদপীঠ। পরিবার থেকেই মানুষ প্রধানত শিক্ষা গ্রহণ করে। এখানেই সে দ্বীনদারী, স্বভাব-চরিত্র, শালীনতা, ভদ্রতা ও আচার-ব্যবহারের সিংহভাগ

---

২৪. বুখারী হা/২৯১৭; মুসলিম হা/২৫৭৮; মিশকাত হা/১৮৬৪; ছহীহাহ হা/৮৫৮।

শেখে। একারণে মুসলিমদের বাড়ীতে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও আচার-ব্যবহারের শালীনতার প্রতি অতীব গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। যাতে বাড়ীর সদস্যরা প্রশিক্ষিত হয়ে বাড়ীতে ও বাড়ীর বাইরে তা আমল করে।

বর্তমানে অনেক মানুষ অসৎ চরিত্রের অধিকারী। তারা বাড়ীতে যেমন অসদাচরণ করে, তেমনি বাড়ীর বাইরেও অনুরূপ কাজ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মানুষ তার স্ত্রীর কথা শোনে, অথচ মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে। বন্ধুর সাথে সদাচরণ করে, অথচ ভাইয়ের সাথে দুর্ব্যবহার করে। শ্বশুরের অনুগত হয়, অথচ পিতার অবাধ্যতা করে। উত্তম চরিত্রের মানদণ্ড হচ্ছে যে যত বেশী নিকটতর, তার সাথে তত ভাল আচরণ করা। এভাবে নিকট থেকে দূরবর্তীদের মাঝে ব্যবহারের তারতম্য থাকবে। সুতরাং পরিবারে যে যত ঘনিষ্ট সম্পর্কের তার সাথেই সর্বোত্তম আচরণ হ'তে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

'জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা'।[২৫]

এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাড়ীর সদস্যদের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও সুন্দর জীবনের জন্য আদব বা শিষ্টাচারকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। বাড়ীর সকল সদস্যদের মধ্যে পিতা-মাতার সাথে সর্বাধিক শালীনতাপূর্ণ ব্যবহার, তাদের ইয্যত সম্মান করা, তাদের আনুগত্য করা ও বিশেষভাবে তাদের সাথে সদাচরণ করা যরূরী। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। উভয়ে ধৈর্য ও হেকমতের সাথে কাজ করবে। স্বামী যেমন স্ত্রীর হক্ব যথাযথভাবে আদায় করবে, তেমনি স্ত্রীও

২৫. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।

কণ্ঠস্বর নিম্ন রাখা, ঝগড়া পরিহার করা, স্বামীর আনুগত্য করা, সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ও দয়ার্দ্র ব্যবহার করার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। আর এভাবে পারিবারিক জীবনকে সুখময় করে তোলা একান্ত কর্তব্য। এক্ষেত্রে নিম্নে আরো কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হ'ল।-

১. অশালীন আচরণ, অসৎ চরিত্র, বদঅভ্যাস, অপব্যয় ও অপচয় ইত্যাদি থেকে নীরব-নিশ্চুপ থাকা সমীচীন নয়। বরং এগুলো বন্ধ করার যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা যরূরী। সেই সাথে সঠিক সময়ে নছীহত করতে হবে।

২. বাড়ীর শিশুরা যেন পরস্পরের সাথে অনর্থক কাজ না করে এবং প্রতিবেশীদের সন্তানদের সাথেও যেন অনুরূপ না করে। এক্ষেত্রে কথা, কাজ, আচার-ব্যবহারের একটা সীমা থাকতে হবে, যা অতিক্রম করা আদৌ ঠিক নয়।

৩. শিশুদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন তারা বড়দের সম্মান ও ছোটদেরকে স্নেহ করতে অভ্যস্ত হয়। তারা যেন এদিক-সেদিক তাকানো, উচ্চ আওয়াজ এবং অন্যকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

৪. শিশুরা জন্ম থেকে এমন প্রকৃতি নিয়ে গড়ে ওঠে যে, তারা চিৎকার করে কথা বলে না এবং অশোভন কোন আচরণ করে না। তবে সঙ্গদোষে নষ্ট হয়। অর্থাৎ ভালদের সাথে থাকলে ভাল হয়। আর মন্দদের সাথে থাকলে মন্দ হয়। এজন্য তাদেরকে ভালদের ব্যতীত অন্যদের সঙ্গ ছাড়াতে হবে।

৫. বাড়ীর প্রত্যেককে একে অন্যের সেবায় অগ্রণী হওয়া কর্তব্য। অন্য কেউ কাজ করে দেবে এ অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়। বাড়ীর প্রত্যেক সদস্য নিজের যরূরী প্রয়োজনীয় বিষয়ে অন্যের সহযোগিতা চাইবে যখন নিজের পক্ষে কাজটি করা অসম্ভব হয়ে যাবে।

৬. বাড়ীর সকল সদস্য বিনয় ও নম্রতার গুণ নিয়ে যেন বেড়ে ওঠে এবং বাড়ীর ভিতর ও বাইরে সবার সাথে যেন নম্র ব্যবহার করে।

৭. সদস্যরা যেন বাড়ীর লোকজন ও প্রতিবেশী সকলের সাথে উত্তম ভাষায় কথা বলে।

৮. মেহমানদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন, সমাদর ও তাদের সাথে সকলে যেন উত্তম ব্যবহার করে।

৯. শিশুরা মেহমানদের যেন বিরক্ত না করে। তাদের কাছে গেলেও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই যেন চলে আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

১০. সদস্যরা পরস্পরের সাথ মাত্রাতিরিক্ত হাসি-তামাশা, কিংবা একে অপরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করে এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. সুস্থতার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখা :

ইসলাম শারীরিক শক্তিমত্তা এবং সুস্থতার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। এজন্য শরীর চর্চা ও বৈধ খেলাধুলার মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ-সবল রাখার চেষ্টা করা যরূরী। বাড়ীর সকল সদস্যকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা গৃহকর্তার কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ، 'এমন দু'টি নে'মত আছে যে ব্যাপারে অধিকাংশ লোক ধোঁকায় পতিত; সুস্থতা ও অবসর'।[২৬] অন্যত্র তিনি বলেন, الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، 'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়'।[২৭] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কিত বিভিন্ন দো'আ শিখিয়েছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

١. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

১. হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা, ঋণের ভার এবং মানুষের আধিপত্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[২৮]

---

২৬. বুখারী হা/৬৪১২; ইবনু মাহাজ হা/৪১৭০; তিরমিযী হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৫১৫৫।
২৭. মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯, ৪১৬৮; মিশকাত হা/৫২৯৮।
২৮. বুখারী হা/২৮৯৩, ৫৪২৫, ৬৩৬৩; মিশকাত হা/২৪৫৮।

٢. اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَدَنِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى سَمْعِى اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى بَصَرِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ،

২. 'হে আল্লাহ! আমার দেহ সুস্থ রাখুন। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখুন আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে। হে আল্লাহ! আমাকে সুস্থ রাখুন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই'।[২৯]

অন্যত্র তিনি বলেছেন, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، 'তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে'।[৩০] এসব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক সুস্থতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া যরূরী। এজন্য পুষ্টিকর খাবার, বিশুদ্ধ পানি, নির্মল বাতাস এবং সূর্যালোক গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসব শরীরকে সুস্থ ও নিরোগ রাখতে সাহায্য করে। সেই সাথে পরিচ্ছন্ন থাকা এবং যেসব কারণে বিভিন্ন রোগ হয় সেগুলো পরিহার করা যরূরী। আর অসুস্থ হ'লে সময় মত চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ সেবন করা উচিত। বাড়ীর কেউ অসুস্থ হ'লে তার প্রয়োজনীয় সেবা ও তদারকী করা যরূরী।

৮. বাড়ী কুসংস্কার, হারাম, মাকরূহ ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে মুক্ত হওয়া :

হারাম ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে নিজে ও পরিবারের সদস্যদেরকে বিরত রাখার মাধ্যমে সকলকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হ'তে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। তিনি আরো বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ কর এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই' *(ত্বা-হা ২০/১৩২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، 'সে তার

---

২৯. আবূদাঊদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/২৪১৩, সনদ হাসান।
৩০. বুখারী হা/১৯৭৫, ৫১৯৯; মিশকাত হা/২০৫৪।

পরিবারকে ছালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন’ *(মারিয়াম ১৯/৫৫)*।

সুতরাং প্রতিটি মুসলিম এসব কাঙ্ক্ষিত বিষয় নিজে পালন করতে এবং নিজ পরিবারে কায়েম করতে সদা তৎপর থাকবে। তেমনিভাবে নিজে ও পরিবারের মধ্য নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করতে সচেষ্ট হবে। অনেক সময় আমরা বাড়ীতে ইবাদত ও ইলমের চর্চা করে থাকি। কিন্তু অনেক জিনিসকে এড়িয়ে যাই। অথচ তা বাড়ীতে থাকা উচিত নয়। এখানে এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করা হবে যেসব মুসলিম বাড়ী থেকে দূরে রাখা কর্তব্য, যা মানবতা পরিপন্থী। এগুলির মধ্যে কিছু আছে পরিহার করা জায়েয, কিছু ওয়াজিব ও ফরয। আর কিছু মাকরূহ ও হারামে পতিত করে। মুসলমানরা বাড়ীর অন্দরমহল আওরাত বা রক্ষিত স্থান হিসাবে অন্যদের দৃষ্টি হেফাযত করতে অভ্যস্ত। বাড়ীর সদস্যরা সকলে যেন তা বহিরাগত লোকের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে বাড়ীর কাজে বের হওয়ার সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে গোসলে ব্যবহৃত মহিলাদের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রকাশ না হয়। অর্থাৎ মানুষের দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে শুকাতে না দেওয়া। অন্তর্বাস বা এ জাতীয় পোষাক বাইরে শুকাতে দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। অনুরূপভাবে ড্রয়িংরুমে বা অতিথিদের কক্ষে মহিলাদের কাপড় রাখা উচিত নয়। আরো যেসব বিষয় থেকে বাড়ীকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন সেসব নিম্নে উল্লেখ করা হ’ল।-

ক. অশ্লীল পত্রপত্রিকা ও বই-পুস্তক না রাখা : বাড়ীতে কোন ধরনের অশ্লীল, যৌন উদ্দীপক কোন পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক না রাখা। কারণ এগুলির মাধ্যমে যুবক ছেলে-মেয়েরা অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হয়। অবশেষে এক পর্যায়ে তারা যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং যুবচরিত্র বিধ্বংসী এসব উপায়-উপকরণ থেকে বাড়ীকে মুক্ত রাখা যরূরী।

খ. ছবি-মূর্তি না রাখা : মূর্তি একটি ক্ষতিকর বস্তু, প্রথম শিরক এবং এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম তাওহীদী আক্বীদা পরিবর্তিত হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছবি মূর্তি থেকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। আলী (রাঃ) হিয়াজ আল-আসাদীকে বলেন,

أَلاَّ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

‘আমি কি তোমাকে এমন একটি কাজের জন্য পাঠাব না, যে কাজের জন্য রসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তাহ’ল কোন মূর্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন না করে ছাড়বে না। আর উঁচু কোন কবর সমতল না করে রাখবে না’।[৩১]

যে ঘরে ছবি মূর্তি থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ ‘যে বাড়িতে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতামণ্ডলী প্রবেশ করেন না’।[৩২] তিনি আরো বলেন, لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَمَاثِيْلُ، ‘ফেরেশতারা সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা কোন মূর্তি থাকে’।[৩৩] বাড়ীর দরজা-জানালার পর্দায়, বিছানার চাদরে, আসবাব পত্রে, সদস্যদের ব্যবহৃত পোষাকে ছবি, প্রতিকৃতি থাকা চলবে না। এগুলি থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হবে।

গ. নাটক-সিনেমা থেকে মুক্ত রাখা : রাড়ীতে টিভি রাখা উচিৎ নয়। কেননা টিভির অধিকাংশ চ্যানেল মানুষের চরিত্র ধ্বংসকারী উপাদানেই ভরপুর, যা থেকে আত্মরক্ষা করা প্রায় অসম্ভবই বটে। যদি একান্ত দেশ-বিদেশের খবর শোনা-জানা, ওয়ায-নছীহত শোনা ও ইসলামী অনুষ্ঠান দেখার জন্য রাখতেই হয়, তবে তাতে নাচ-গান, নাটক-সিনেমা, অশ্লীল কার্টুন দেখা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। এসবের কারণে মানুষের আক্বীদা-আমল বিনষ্ট হয়। যুবক-যুবতীরা নাটক-সিনেমা দেখে নায়ক-নায়িকাদের মত পোষাক, তাদের মত আচরণ করা এবং অশ্লীলতার দিকে ধাবিত হয়। অনেক সময় নাটক-সিনেমা দেখায় মত্ত হয়ে ছালাত ও পরিবারের বিভিন্ন কাজের কথা ভুলে যায়। এমনকি সিরিয়াল দেখার জন্য

---

৩১. মুসলিম হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৬৯৬।

৩২. বুখারী হা/৩৩২২; মুসলিম হা/২১০৬।

৩৩. মুসলিম হা/২১০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩০৫৮।

স্ত্রী স্বামীর সেবা এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে যায়। যাতে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

অশ্লীল ও মারদাঙ্গা কার্টুন দেখে শিশুরা ঐসব আচরণ শেখে। যা তার নিষ্পাপ অন্তরে প্রভাব ফেলে। অবসর সময় কাটানো ও অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত রাখার জন্য অনেক অভিভাবক শিশুদের কার্টুন দেখার সুযোগ দেন। কিন্তু এসবের মাধ্যমে শিশুরা যেন লেখা-পড়ায় অমনোযোগী না হয় এবং খারাপ কিছু না শেখে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ. প্রাণীর মূর্তি বা অনুরূপ খেলনা শিশুদের না দেওয়া : হাতী, ঘোড়া, গরু-ছাগল, উট-ভেড়া, বিভিন্ন পাখীর ছবি বা এসবের আকৃতি বিশিষ্ট খেলনা শিশুদের কিনে দেওয়া থেকে বিরত থাকাই উচিত। কেননা শৈশবে এগুলির দ্বারা খেলতে খেলতে তার শিশু মনে ছবি-মূর্তি প্রীতি তৈরী হবে। যা ইসলামী চেতনা বিরোধী।

ঙ. গালি-গালাজ, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার ও অভিশাপ দেওয়া থেকে বিরত থাকা : উল্লিখিত বিষয়গুলি থেকে বাড়ীকে মুক্ত রাখতে হবে। এসব শিশুদের সামনে মোটেই করা যাবে না। কারণ তারা যা শোনে ও দেখে তাই রপ্ত করে। তাছাড়া গালি-গালাজ করা গোনাহের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ‘মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী’।[৩৪]

অনুরূপভাবে অশ্লীল ভাষার ব্যবহার এবং অভিশাপ দেওয়া মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِىءِ، ‘মুমিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হ’তে পারে না, অভিসম্পাতকারী হ’তে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না।[৩৫]

মোদ্দাকথা মুসলমানকে ধীরে ধীরে পাপাচারের দিকে ধাবিত করে এমন সকল প্রকার কর্মকাণ্ড থেকে বাড়ীকে পুত-পবিত্র রাখা মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।

---

৩৪. বুখারী হা/৪৮, ৬০৪৪; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।
৩৫. তিরমিযী হা/১৯৭৭; ছহীহাহ হা/৩২০।

৯. অতিথির সম্মান, প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা :

মুসলমানদের বাড়ী মেহমান আপ্যায়নের অন্যতম স্থান। সুতরাং বাড়ীতে আগত মেহমানদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করতে হবে। আর অতিথিদের আপ্যায়নের উদ্দেশ্য থাকবে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন।

আগত মেহমানের সাথে কোনরূপ ভনিতা, অভিনয় ও কৃপণতা করা যাবে না। মেহমানকে যথাসম্ভব উত্তমরূপে সমাদর করতে হবে। আর এমন কোন আচরণ তাদের সাথে করা যাবে না, যাতে তারা কষ্ট পায়। বরং তাদের সাথে হাসিমুখে, নম্র ভাষায় কথা বলতে হবে এবং তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের গোসল, প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানো, ঘুম-বিশ্রাম ও পানাহারে যেন কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রতিবেশীর সাথে সর্বদা সদাচরণ করা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য। বাড়ীর সদস্যরা সকলে যেন প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বাড়ীর প্রধানের কর্তব্য। উচ্চ আওয়াজে কথা-বার্তা, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। এমনকি বাড়ীর ছোট বাচ্চারাও যেন প্রতিবেশীর সন্তানের সাথে মারামারি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রতিবেশী বিরক্ত বা তার কষ্ট হয় এমন কোন কাজ না করা। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে’।[৩৬]

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের ব্যাপারে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। মহান আল্লাহ নিকট ও দূরবর্তী সকল প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ

---

৩৬. *বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।*

Contents

السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ–

‘আর তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং আত্মীয় পরিজন, ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, পথের সাথী ও তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক (দাস-দাসী), তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর’ *(নিসা ৪/৩৬)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে’।[৩৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে’।[৩৮]

ঈমানের পরিপূর্ণতার বিভিন্ন আলামত বা নিদর্শন আছে। তন্মধ্যে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা অন্যতম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا– ‘তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাহ’লে তুমি মুমিন হ’তে পারবে’।[৩৯]

তিনি আরো বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়’।[৪০]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আত্মার সাথে সম্পর্কিত মানুষ হচ্ছে, আত্মীয়। সুতরাং তাদের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। কেননা সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে যারা এসে পাশে দাঁড়ায় তারা হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন। কারো সুখবরে আত্মীয়ের মুখে যেমন দেখা

---

৩৭. বুখারী হা/৬০১৯।

৩৮. মুসলিম হা/৪৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২।

৩৯. তিরমিযী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৫১৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২।

৪০. বুখারী হা/৫৬৭২; আবূদাউদ হা/৫১৫৬।

আনন্দের ঝিলিক, তেমনি দুঃসংবাদ যার চোখের কোণ সিক্ত হয় তিনি হচ্ছেন আত্মীয়, আপনজন, স্বজন। এই আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ 'আত্মীয়কে তার অধিকার প্রদান কর' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৬; রূম ৩১/৩৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ، 'আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে' *(রা'দ ১৩/২১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'।[৪১] তিনি আরো বলেন, مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، أُنْسِيءَ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ وَثُرِيَ مَالُهُ، وَأَحِبَّهُ أَهْلُهُ. 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে, তার আয়ু বর্ধিত করা হয়, তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসে'।[৪২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৪৩]

তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'জান্নাতে প্রবেশ করবে না মদ পানকারী, জাদুতে বিশ্বাসী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী'।[৪৪]

সুতরাং মেহমান, প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা মুসলমানদের অন্যতম করণীয়। আর বাড়ীর সকল সদস্যকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

---

৪১. বুখারী হা/৬১৩৮।

৪২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯, সনদ হাসান।

৪৩. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম, হা/২৫৫৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪।

৪৪. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৮।

Contents

১০. বাড়ী-ঘর প্রশস্ত হওয়া :

বসবাসের বাড়ী-ঘর প্রশস্ত ও বড়সড় হওয়া উচিত। যেন তাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করে এবং তাতে পরিবারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র রাখতে কোন অসুবিধা না হয়। সেই সাথে ঘরের ভিতরে চলাচল করতেও যেন কোন সমস্যা না হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيْءُ،

'সৌভাগ্যের বিষয় চারটি; সতী-সাধ্বী স্ত্রী, প্রশস্ত বাড়ী, সৎকর্মশীল প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন'।[৪৫] এ হাদীছ প্রমাণ করে যে, প্রশস্ত বাড়ী সৌভাগ্যের প্রতীক। কারণ তাতে বসবাস করা আরামদায়ক এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অতি দরকারী জিনিস স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طُوْبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيْئَتِهِ– 'সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে তার জিহ্বাকে সংযত করতে সক্ষম হয়েছে, বাড়ীকে প্রশস্ত করেছে এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করেছে'।[৪৬]

ইসলামী গৃহের অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী গৃহের সার্বিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন শরী'আত মোতাবেক গড়ে তোলা উচিত, তেমনি বাড়ীর অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্যও ইসলামী হওয়া যরূরী। যাতে সেখানে শরী'আত বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড সংগঠিত না হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাড়ী সুন্দর হয় তার অধিবাসী বা বসবাসকারীদের মাধ্যমে; প্রতিবেশী ও নির্মাণশৈলীর মাধ্যমে নয়। সুতরাং বাড়ীর বাসিন্দারা উত্তম হ'লে তা আলোকিত হবে। আর বাসিন্দারা খারাপ হ'লে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। অতএব ইসলামী বাড়ীর অধিবাসীদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। নিম্নে বৈশিষ্ট্য সমূহ আলোচনা করা হ'ল।-

---

৪৫. ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৭৬; ছহীহাহ হা/২৮২।

৪৬. ত্বাবারাণী, আল-আওসাত্ব; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৮৫৫।

১. সৎকর্মশীল মুমিন হওয়া :

বাড়ীর অধিবাসীরা হবে সৎকর্মশীল, মুমিন, মুছল্লী। তারা আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাসী হবে এবং তাঁর সাথে কৃত ওয়াদা ও তাঁর শাস্তির প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী হবে। তারা আল্লাহ্র রহমতের আশা করবে এবং তাঁর শাস্তির ভয় করবে। তারা ছালাতের হেফাযত করবে, নির্দিষ্ট সময় থেকে ছালাতকে পিছিয়ে দেবে না। ছালাতের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন' *(মা'ঊন ১০৭/৪-৫)*। এরা হচ্ছে তারা যারা ছালাতকে তার নির্ধারিত ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে আদায় করে। ফলে তারা আল্লাহ্র কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হয়।

সৎকর্মশীল মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ-

'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। যারা তাদের পালনকর্তার আয়াত সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে। যারা তাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করে না। আর যারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে (আল্লাহ্র পথে) দান করে এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে' *(মুমিনূন ২৩/৫৭-৬০)*।

একটি হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ- 'আর যারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে (আল্লাহ্র পথে) দান করে এজন্য যে, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে' *(মুমিনূন ২৩/৬০)*, এর দ্বারা কি এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে এবং মদ্যপান করে?

Contents

তিনি বলেন, না, হে আবূ বকরের কন্যা, হে ছিদ্দীকের কন্যা! বরং উক্ত আয়াতে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ছিয়াম পালন করে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, ছালাত আদায় করে এবং আশংকা করে যে, তার এসব ইবাদত কবুল হ'ল কি-না'?[৪৭]

ইসলামী বাড়ীর অধিবাসীরা হবে আল্লাহ্র হক ও তাঁর বান্দাদের হক আদায়কারী। তারা আল্লাহ্র হক তথা ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ পালনকারী। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং প্রতিবেশীর সাথে ইহসানকারী। তারা উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং অতি ভদ্র-শালীন আচার-ব্যবহারকারী। অর্থাৎ তারা বান্দার হক সমূহ আদায়কারী।

তারা স্রষ্টার হক সমূহ যেমন আদায় করে তেমনি তারা সৃষ্টির সাথে উত্তম আচরণ করে। অন্যের প্রতি তারা যুলুম-নির্যাতন করে না, অন্যকে গালি দেয় না, অপরকে কষ্ট দেয় না। বরং তারা আল্লাহ্র এ কথাকে সর্বদা ভয় করে। যেমন তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا، 'অপরাধ না করা সত্ত্বেও যারা মুমিন পুরুষ ও নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে' *(আহযাব ৩৩/৫৮)*।

২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযতকারী হওয়া :

তারা স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাযতকারী হবে। যাবতীয় হারাম বিষয় থেকে তারা নিজেদের জিহ্বাকে হেফাযত করবে। কারণ জিহ্বার আঘাত মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، 'নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তদ্গত। যারা অনর্থক ক্রিয়াকলাপ থেকে নির্লিপ্ত' *(মুমিনূন ২৩/১-৩)*। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন, وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا

---

৪৭. ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৮; ছহীহাহ হা/১৬২।

–بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ‘যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন আসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়। তখন ভদ্রভাবে সে স্থান অতিক্রম করে’ *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*।

তারা হচ্ছে এমন মানুষ যারা যাবতীয় অনর্থক ও বাতিল কথা থেকে এবং সকল প্রকার মিথ্যা কথা থেকে নিজেদের জিহ্বাকে হেফাযত করে। কারণ তারা রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী অবগত। তিনি মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে বলেন, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ‘মানুষ তো তার অসংযত কথাবার্তার কারণেই অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে’।[৪৮]

৩. লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী হওয়া :

তারা লজ্জাস্থানের হেফাযতকারী হবে। কেননা এ বিষয়ে আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ–

‘তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে’ *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে-

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ،

‘যারা তাদের যৌনাঙ্গ ব্যবহারে সংযত। তবে তাদের স্ত্রীগণ ও মালিকানাধীন দাসীরা ব্যতীত। কেননা এতে তারা নিন্দিত হবে না।

---

৪৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৩; তিরমিযী হা/২৬১৬; ইরওয়া হা/৪১৩, সনদ ছহীহ।

অতএব যারা এদের ব্যতীত অন্যদের কামনা করবে, তারা হবে সীমালংঘনকারী’ *(মুমিনূন ২৩/৪-৭)*।

শয়তানের লক্ষ্য হচ্ছে পরিবার ধ্বংসের মাধ্যমে তাদেরকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করা। আল্লাহ বলেন, وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلًا بَعِيْدًا ‘বস্তুতঃ শয়তান তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করতে চায়’ *(নিসা ৪/৬০)*।

জাবের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُوْلُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ-

‘ইবলীস সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফিতনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফিতনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করনি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দেইনি, এমনকি দম্পতির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শয়তান এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায় আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ’।[৪৯]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শয়তান ইসলামী পরিবার ধ্বংস করতে চায়। কারণ সে জানে যে, পরিবার ধ্বংসের মধ্যে সবচেয়ে বড় অনিষ্ট, ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদাপদ রয়েছে। এজন্য সে স্বামী-স্ত্রী, ভাইয়ে ভাইয়ে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়।

৪৯. মুসলিম হা/২৮১৩; ছহীহাহ হা/৩২৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০১৭; মিশকাত হা/৭১।

৪. পরিবারের সদস্যদের পরস্পরকে সহযোগিতা করা :

পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সহযোগী হবে। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ‘তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না’ *(মায়েদা ৫/২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيهِ ‘বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য করে, আল্লাহ ততক্ষণতাঁর বান্দার সাহায্য করে থাকেন’।[৫০]

মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি রাসূল (ছাঃ) গুরুত্বারোপ করেছেন। এটাকে মুসলিমের নিদর্শন ও ঈমানের প্রমাণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا نَحْنُ فِيْ سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ.

‘একদিন আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি একটি উষ্ট্রীতে সওয়ার হয়ে সেখানে উপস্থিত হ’ল এবং সে ডানে-বামে তাকাতে লাগল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত সঙ্গীদেরকে উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের যার কাছেই একটি অতিরিক্ত সওয়ারী আছে, সে যেন যার কাছে সওয়ারী নেই তাকে দান করে। আর যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য-সামগ্রী আছে, সেও যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দেয় যার কাছে কোন আহার্য নেই’।[৫১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ মূসা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন,

---

৫০. মুসলিম হা/২৬৯৯; আবূদাঊদ হা/৪৯৪৬; মিশকাত হা/২০৪।

৫১. মুসলিম হা/১৭২৮; আবূ দাঊদ হা/১৬৬৩; মিশকাত হা/৩৮৯৮।

إِنَّ الأَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا أَرْمَلُوْا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوْهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ،

‘আশ‘আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদীনাতেই তাদের পরিবার-পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার দলভুক্ত এবং আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত’।[৫২]

দুনিয়াবী কাজের পাশাপাশি দ্বীনী কাজেও তারা একে অপরকে সাহায্য করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

‘আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন যে রাতে জাগ্রত হয়ে নিজে ছালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়। স্ত্রী উঠতে না চাইলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটায়। আল্লাহ সেই মহিলাকে অনুগ্রহ করুন, যে রাতে উঠে ছালাত পড়ে এবং তার স্বামীকেও জাগায়। স্বামী জাগতে অস্বীকার করলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়’।[৫৩]

৫. সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজের নিষেধকারী হবে :

তারা পরস্পরকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে বাধা প্রদান করে। যাকে ঈমানের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُوْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

---

৫২. বুখারী হা/২৪৮৬; মুসলিম হা/২৫০০; ছহীহাহ হা/৩৫০৪।
৫৩. আবূদাঊদ হা/১৩০৮; নাসাঈ হা/১৬০৯; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৬, সনদ ছহীহ।

سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ،

'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' *(তওবা ৯/৭১)*।

আল্লাহ মানুষকে এই কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّـةٌ يَـدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُـرُوْنَ بِالْمَعْـرُوْفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَأُولَئِـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُوْنَ، 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

আল্লাহ্র এ নির্দেশ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে তারা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে হকের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে। মুসলিম সমাজে এ দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের অন্যতম মাধ্যমও বটে। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، 'তুমি বল, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারে হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ لاَ يُغَيِّرُونَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ.

কায়েস ইবনে আবূ হাযেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রাঃ) দাঁড়ালেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন। অতঃপর বলেন, হে

লোকসকল! তোমরা তো এই আয়াত তিলাওয়াত করো (অনুবাদ) 'হে ঈমানদারগণ! আত্মসংশোধন করাই তোমাদের কর্তব্য, তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(মায়েদা ৫/১০৫)*। আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, লোকেরা মন্দ কাজ হ'তে দেখে তা পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে অচিরেই আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি পাঠান।[৫৪]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হ'লে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দো'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দো'আ কবুল করবেন না'।[৫৫]

৬. অন্যদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা :

শরী'আতের সীমারেখার মাঝে তারা অন্যদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। ইসলামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী তারা কারো সাথে বন্ধুত্ব করবে কিংবা কারো সাথে শত্রুতা রাখবে। আল্লাহ্র প্রিয়জনদের সাথে তারা সুসম্পর্ক রাখবে যদিও তারা দূরের মানুষ হয় এবং আল্লাহ্র শত্রুদের সাথে বৈরী সম্পর্ক রাখবে যদিও তারা কাছের মানুষ হয়। তারা গোঁড়া ও জাহেলদের সাথে সম্পর্ক রাখবে না। বরং তারা ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের সাথে মহব্বত রাখবে। পক্ষান্তরে শিরক, কুফর, কুপ্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে যদিও তারা তাদের নিকটাত্মীয় হয়। কেননা আল্লাহ বলেন,

---

৫৪. তিরমিযী হা/২১৬৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; মিশকাত হা/৫১৪২; ছহীহাহ হা/১৫৬৪।
৫৫. তিরমিযী হা/২১৬৯; ছহীহাহ হা/২৮৬৮।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا،

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিনদের ছেড়ে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। এর দ্বারা তোমরা কি আল্লাহ্র জন্য তোমাদের উপর প্রকাশ্য দলীল পেশ করতে চাও? (যাতে তোমাদের উপর শাস্তি নেমে আসে)' *(নিসা ৪/১৪৪)*। তিনি আরো বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانُوْا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِنْهُ-

'আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর বা আত্মীয়-স্বজন হৌক। আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ঈমানকে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে জিব্রীলকে দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন' *(মুজাদালা ৫৮/২২)*।

বর্তমানে মুসলমানদের মাঝ থেকে এই গুণটি হারিয়ে যেতে বসেছে। এমনকি তাদের সন্তান-সন্ততি ছালাত পরিত্যাগকারী, নেশাদ্রব্য পানকারী, বিভিন্ন অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজে লিপ্ত ছেলে-মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে, তাদের সাথে ওঠা-বসা করে। অথচ অভিভাবকরা নিজেদের সন্তানদের ঐসব ছেলে-মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখা থেকে নিষেধ করে না এবং তাদেরকে সাবধানও করে না। এসব কারণে সমাজে অবক্ষয় নেমে এসেছে। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন সর্বাবস্থায় সকল পরিবেশে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখা।

৭. সন্তান-সন্ততির প্রতি সজাগ হওয়া :

ইসলামী বাড়ীর অধিবাসীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা জানে যে, ইসলাম তাদের পরিবারকে ইসলামী পরিবার হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদ করেছে। কেননা ইসলামী পরিবার ইসলামী সমাজের ভিত্তি। সুতরাং

পরিবার সুন্দর হ'লে সমাজ সুন্দর হবে। আর সমাজ সুন্দর হ'লে জাতি সফলকাম হবে। সৎকর্মশীল সন্তান দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভের মাধ্যম। কারণ তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র ইবাদতে ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগী হবে। আর তাদের দো'আর মাধ্যমে পরকালীন জীবনে ছওয়াব লাভ করা যাবে। যা জান্নাত লাভে সহায়ক হবে।

সন্তান কথা বলতে শিখলে তাকে প্রথমে কালিমা শাহাদত শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তারা তাকে তাওহীদের শিক্ষা প্রদান করে থাকে। সাথে সাথে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় দো'আ শিক্ষা দিয়ে থাকে। আর যখন তারা ৭ বছরে পদার্পণ করে তখন থেকে ছালাতে অভ্যস্থ করার পাশাপাশি অন্যান্য ইবাদত শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

৮. সন্তানদের জন্য দো'আ করা ও বদদো'আ না করা :

তারা সন্তান-সন্ততির কল্যাণের জন্য দো'আ করে থাকে। কখনও রাগান্বিত হ'লেও তাদের জন্য বদদো'আ করেন না। কেননা এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبُ لَكُمْ 'তোমরা বদদো'আ কর না তোমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য এবং তোমাদের ধন-সম্পদের জন্য। আর বদদো'আটি এমন এক সময়ের সাথে মিলিত হয়ে যায় যখন আল্লাহ্‌র কাছে কোন কিছু চাওয়া হয়, আর আল্লাহ তখন তা কবুল করেন'।[৫৬]

সন্তানের কল্যাণের জন্য এবং তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করতে হবে। আল্লাহ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا، 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*।

---

৫৬. মুসলিম হা/৩০০৯; আবূদাউদ হা/১৫৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৫৪; ছহীহুল জামে' হা/১৫০০।

Contents

৯. স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান করা :

তারা সন্তানদের মাঝে ইনছাফ করেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، 'আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনছাফ কর'।[৫৭] অন্যত্র তিনি বলেন, سَوُّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، كَمَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يُسَوُّوْا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ، 'তোমরা দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান কর, যেমন তোমরা পসন্দ কর যে, তারা তোমাদের মাঝে উত্তম আচরণের ক্ষেত্রে সমতা করুক'।[৫৮] এজন্য তারা ছেলে ও মেয়েদের মাঝে কোন কিছু দান করার ক্ষেত্রে কাউকে প্রাধান্য দেয় না। সন্তানদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে কাউকে দেয় এবং কাউকে বঞ্চিত করে না।

অনুরূপভাবে একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণ-পোষণ, রাত্রি যাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের মাঝে সমতা বিধান করবে, ন্যায়-ইনছাফের সাথে তাদের মাঝে আচরণ করবে। অন্যথা পরকালে ঐ স্বামীকে শাস্তি পেতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ، 'যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশী ঝুঁকে পড়ে, সে ক্বিয়ামতের দিন তার (দেহের) এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় উপস্থিত হবে'।[৫৯]

১০. সন্তানদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হওয়া :

ইসলামী বাড়ীর অধিবাসীরা সন্তানদের জন্য আদর্শ হিসাবে তৈরী হয়ে থাকে। পিতা পুত্রদের জন্য আদর্শ। ইবাদত-বন্দেগী, ছালাত-ছিয়াম, দান-ছাদাক্বা, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিতা-পুত্রদের জন্য উত্তম নমুনা হবে। তেমনি মাতা মেয়েদের জন্য আদর্শ হবে। ইবাদতে, চাল-চলনে, পোষাকে মাতা কন্যাদের জন্য উত্তম নমুনা হবে। কারণ মাতা

---

৫৭. বুখারী হা/২৫৮৭; মিশকাত হা/৩০১৯।

৫৮. বায়হাক্বী, ছহীহাহ হা/৩০৯৮।

৫৯. আবূদাঊদ হা/২১৩৩; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৯; তিরমিযী হা/১১৪১; নাসাঈ হা/৩৯৪২; ইরওয়া হা/২০১৭; মিশকাত হা/৩২৩৬; ছহীহাহ হা/২০৭৭।

যেভাবে পোষাক পরিধান করবে মেয়েরাও সেভাবে পরবে। মাতা বাড়ীতে যেভাবে কাজ করবে মেয়েরাও সেভাবে করবে। তিনি পর্দা করলে মেয়েরাও করবে। তাই পিতা-মাতা উভয়কে সন্তানদের জন্য উত্তম নমুনা হিসাবে তৈরী হ'তে হবে।

১১. পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের জন্য উপদেশদাতা হওয়া :

পরিবারের সকল সদস্যকে ভালকাজে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করা এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা। পরিবারের জন্য পরিবার প্রধানকে নছীহতকারী তথা উপদেশদাতা হওয়া একান্তই প্রয়োজন। যেমন লোক্বমান (আঃ) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন। ঐ উপদেশগুলি কুরআন কারীমে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، 'স্মরণ কর, যখন লোকমান উপদেশ দিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক সবচেয়ে বড় পাপ' *(লোক্বমান ৩১/১৩)*।

অন্য আয়াতে আরো এসেছে,

يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، يَابُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ-

(লোকমান বলল,) হে বৎস! তোমার পাপ-পুণ্য যদি সরিষাদানা পরিমাণও হয়, আর তা যদি পাথরের গর্তে বা আকাশে বা ভূগর্ভে থাকে, আল্লাহ তা হাযির করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মবিদ এবং (গোপন ও প্রকাশ্য) সব খবর রাখেন। হে বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজে নিষেধ কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটি শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর অহংকারবশে তুমি মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং যমীনে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ

Contents

কোন দাম্ভিক ও অহংকারীকে ভালবাসেন না। তুমি পদ চারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে বিকট স্বর হ'ল গাধার কণ্ঠস্বর' *(লোক্বমান* ৩১/১৬-১৯)।

অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন, يَا غُلَامُ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، 'হে বৎস! আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, তিনিই তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ মেনে চল, তাহ'লে তুমি তাঁকে সর্বদা তোমার সম্মুখে পাবে। তুমি কিছু চাইলে আল্লাহ্‌র নিকটেই চাইবে। যখন তুমি সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকটেই চাইবে'।[৬০]

ইসলামী গৃহের অধিবাসীদের করণীয়

ইসলামী গৃহের অধিবাসীদের করণীয় সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. পালনীয় ও খ. বর্জনীয়।

ক. পালনীয় : এমন কতিপয় কাজ আছে, যা সম্পাদন করা যরূরী। যার মাধ্যমে বাড়ীর অধিবাসীরা ছওয়াব লাভ করবে। এসব কাজ বেশী বেশী করার জন্য সবাইকে সচেষ্ট হওয়া এবং পরস্পরকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

খ. বর্জনীয় : এমন কাজ, যা করলে গোনাহ হয় কিংবা আস্তে আস্তে মানুষ গোনাহের দিকে ধাবিত হয়। এ ধরনের কাজ সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এগুলি পরিহারের জন্য সবাইকে সচেষ্ট হ'তে হবে এবং পরস্পরকে উপদেশ দিতে হবে।

ক. পালনীয় :

১. বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় করণীয় :

ক. বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা : বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার কিছু সুন্নাতী নিয়ম আছে। যা পালন করা হ'লে বাড়ী শয়তানের কবল থেকে হেফাযতে থাকে। দুনিয়াবী বিভিন্ন ফেৎনা-ফাসাদ

---

৬০. আহমাদ হা/২৭৩৬; তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২।

থেকে মুক্ত থাকে। নানাবিধ অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ-

‘কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে এবং খাবার গ্রহণকালে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করলে (বিসমিল্লাহ বললে) শয়তান (তার সংগীদেরকে) বলে, তোমাদের রাত্রি যাপন এবং রাতের আহারের কোন ব্যবস্থা হ’ল না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেয়ে গেলে। সে আহারের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করলে (বিসমিল্লাহ না বললে) শয়তান বলে, তোমাদের রাতের আহার ও শয্যা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়ে গেলো’।[৬১]

খ. বাড়ীতে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় দো‘আ পাঠ করা :

রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ নিজ ঘরে প্রবেশ করার সময় যেন বলে,

للَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا-

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাল মাওলিজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা ওয়া বিসমিল্লাহি খারাজনা ওয়া আলাল্লা-হি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা। অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। আল্লাহ্র নামেই আমরা প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম। অতঃপর সে যেন তার পরিবারের লোকদের সালাম দেয়’।[৬২]

বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলবে,

---

৬১. মুসলিম হা/২০১৮; আবূদাঊদ হা/৩৭৬৫; মিশকাত হা/৪১৬১।

৬২. আবূদাঊদ হা/৫০৯৬; ছহীহাহ হা/২২৫; মিশকাত হা/২৪৪৪।

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ–

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, লা-হাওলা ওয়ালা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি।

অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), আল্লাহ্র উপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও শক্তি নেই'।[৬৩]

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখনই আমার ঘর হ'তে বের হ'তেন তখন আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ–

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইয়া।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া বা বিপদগামী করা, অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে'।[৬৪]

২. গৃহে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া :

সালাম দেওয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এজন্য গৃহে প্রবেশকালে প্রবেশকারী সালাম দিবে, যদিও ঐ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ঐ ঘরে বসবাস না করে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً–

'অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে তখন পরস্পরে সালাম করবে। এটি আল্লাহ্র নিকট হ'তে প্রাপ্ত বরকমণ্ডিত ও পবিত্র অভিবাদন' *(নূর ২৪/৬১)*।

---

৬৩. তিরমিযী হা/৩৪২৬; আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; মিশকাত হা/২৪৪৩।
৬৪. আবূদাঊদ হা/৫০৯৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৮৪; মিশকাত হা/২৪৪২।

বাড়ীতে প্রবেশকালে বাড়ীর সদস্যদেরকে সালাম দিতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ– 'হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে'।[৬৫]

অন্যের গৃহে প্রবেশকালেও সালাম দিবে। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নিবে এবং এর বাসিন্দাদের সালাম দিবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর' *(নূর ২৪/২৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِيْ سَبِيْلِ الله فَهُوَ ضَامِن على الله.

'তিন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহ'লে রিযিকপ্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায়'।[৬৬]

---

৬৫. তিরমিযী হা/২৬৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৮; তারাজু'আত হা/২৫৯; ইরওয়া হা/২০৪১, সনদ হাসান।

৬৬. ছহীহ ইবুন হিব্বান হা/৪৯৯; আবূদাঊদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১, সনদ ছহীহ।

এমনকি পরিত্যক্ত ঘরে প্রবেশ করলে বলবে, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ– 'আমাদের উপরে ও আল্লাহ্‌র সৎকর্মশীল বান্দাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক'।[৬৭]

৩. গৃহে সুন্নাত ছালাত সমূহ আদায় করা :

সুন্নাত-নফল ছালাত সমূহ ঘরে আদায় করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ. 'তোমাদের জন্য বাড়ীতে ছালাত আদায় করা যরূরী। কেননা ফরয ছালাত ব্যতীত লোকেরা ঘরে যে ছালাত আদায় করে তাই উত্তম'।[৬৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِيْ بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا. 'তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করে, তখন তার উচিত সে যেন ঘরে কিছু ছালাত আদায় করে। কেননা ঘরে ছালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ এতে কল্যাণ দান করেন'।[৬৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلاَةُ فِى بَيْتِى أَوِ الصَّلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ أَلاَ تَرَى إِلَى بَيْتِى مَا أَقْرَبَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلأَنْ أُصَلِّىَ فِى بَيْتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّىَ فِى الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً.

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোনটি উত্তম, আমার ঘরে ছালাত আদায় করা অথবা মসজিদে? তিনি বললেন, তুমি কি দেখ না আমার ঘর মসজিদের কত নিকটে? তা সত্ত্বেও মসজিদে ছালাত আদায় করার চেয়ে ঘরে ছালাত আদায় করা আমার নিকটে অধিক প্রিয়, ফরয ছালাত ব্যতীত'।[৭০]

---

৬৭. মুওয়াত্ত্বা হা/৩৫৩৫; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৫৫, সনদ হাসান।
৬৮. বুখারী হা/৭৩১; মুসলিম হা/৭৮০।
৬৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৯২।
৭০. ইবনু মাজাহ হা/১৩৭৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৩৯।

তিনি আরো বলেন,.اِجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا
'তোমাদের ঘরেও কিছু ছালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না'।[৭১]

৪. গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি নেওয়া :

অন্যের গৃহে প্রবেশকালে অনুমতি নেওয়া যরূরী। এমনকি মায়ের ঘরে প্রবেশের পূর্বেও অনুমতি নিতে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। অনুমতি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ মূসা (রাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আস-সালামু আলাইকুম আনা (আমি) আব্দুল্লাহ ইবনু কায়েস। কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তখন আবার বললেন, আসসালামু আলাইকুম এই যে, আবূ মূসা। আস-সালামু আলাইকুম এই যে আশ'আরী। এরপর (জবাব না পেয়ে) তিনি ফিরে গেলেন। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। ফিরে এলে তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ফিরিয়ে দিল, হে আবূ মূসা? আমরা কোন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি, অনুমতি চাও তিনবার। এতে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হ'লে ভাল, অন্যথা ফিরে যাও'।

ওমর (রাঃ) বললেন, এ বিষয়ে অবশ্যই তুমি আমার কাছে প্রমাণ নিয়ে আসবে। অন্যথা আমি এমন করব তেমন করব, (শাস্তি দিব)। তখন আবূ মূসা (রাঃ) চলে গেলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলে বিকালে তাকে তোমরা মিম্বারের কাছে দেখতে পাবে, আর যদি প্রমাণ না পায় তাহ'লে তোমরা তাকে দেখতে পাবে না।

বিকালে তিনি এলে তারা তাকে (মিম্বারের কাছে দেখতে) পেলেন। ওমর (রাঃ) বললেন, হে আবূ মূসা! কি বলছ? প্রমাণ পেয়েছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ উবাই ইবনু কা'ব! তিনি বললেন, ইনি বিশ্বস্ত।

(তখন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন,) হে আবূ তুফায়েল! তিনি কী বললেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এরূপ

---

৭১. বুখারী হা/৪৩২, ১১৮৭; আবূদাঊদ হা/১০৪৩, ১৪৪৮; তিরমিযী হা/৪১৫; ইবনু মাজাহ হা/১১৪১; মিশকাত হা/৭১৪।

Contents

বলতে আমি শুনেছি। হে ইবনুল খাত্ত্বাব! আপনি কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের জন্য আযাব স্বরূপ হয়ে পড়বেন না। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! (আমি তা কখনো চাই না)। আমি তো একটি বিষয় শোনার পর সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া পসন্দ করেছি'।[৭২] কারো বাড়ীতে প্রবেশের জন্য তিন বার অনুমতি চাইতে হয়, যা উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এরপর অনুমতি না পেলে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ–

'যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহ'লে সেখানে প্রবেশ করো না তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও! তাহ'লে তোমরা ফিরে এসো। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' *(নূর ২৪/২৮)*।

একটি হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَرَاءَكَ يَا بُنَيَّ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فَلاَ تَدْخُلْ عَلَيَّ إِلاَّ بِإِذْنٍ. 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমত করতাম এবং তাঁর নিকটে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতাম। একদা আমি তাঁর নিকটে এসে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে বৎস! পিছনে যাও। নতুন নির্দেশ এসেছে যে, আমার নিকটে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করবে না'।[৭৩]

৫. মেহমানদারীর জন্য বাড়ীতে আবশ্যকীয় জিনিস রাখা :

মানুষ থাকলে তার আত্মীয়-স্বজন থাকবে এবং বাড়ীতে মেহমানও আসবে। তাই মেহমানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা রাখা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,– فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ 'একটি

---

৭২. *মুসলিম হা/২১৫৪।*

৭৩. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৩১৯৯; ছহীহাহ হা/২৯৫৭।*

Contents

শয্যা পুরুষের, দ্বিতীয় শয্যা তার স্ত্রীর, তৃতীয়টি অতিথির জন্য আর চতুর্থটি (যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়) শয়তানের জন্য'।[৭৪]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যরূরী হচ্ছে মেহমানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়ীতে সংরক্ষণ করা। তাহ'লে মেহমানকে বাড়ীতে রাখা সম্ভব হবে এবং তার আপ্যায়ন করা সহজ হবে।

৬. ঘরে কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া :

বাড়ীতে কুরআন তেলাওয়াত করা বরকত লাভ এবং শয়তান দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকর উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ- 'তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। অবশ্যই শয়তান সেই ঘর হ'তে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা হয়'।[৭৫]

৭. ঘরের ভিতরের সাপ দেখলে মারার পূর্বে তা তাড়ানোর চেষ্টা করা :

ঘরের মধ্যকার সাপ মারার ক্ষেত্রে সাবধান হওয়া উচিত। নবী করীম (ছাঃ) ঘরে বসবাসকারী সাপ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। ফলে ইবনু ওমর (রাঃ) ঘরের সাপ মারা বন্ধ করে দেন।[৭৬] অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوْا فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ-

'মদীনায় জিনদের একটি দল রয়েছে, যারা ইসলাম কবুল করেছে। তাই যে ব্যক্তি এসব বাড়ি-ঘরে বসবাসকারী (সাপ ইত্যাদির রূপধারী)-দের কোন কিছু দেখতে পায়, সে যেন তাকে তিনবার সতর্ক সংকেত দেয়। এরপরও যদি তার সামনে তা প্রকাশ পায়, তবে সে যেন তাকে মেরে ফেলে, কেননা সে একটা (অবাধ্য) শয়তান'।[৭৭]

---

৭৪. মুসলিম হা/২০৮৪; আবূদাঊদ হা/৪১৪২; মিশকাত হা/৪৩১০।

৭৫. মুসলিম হা/৭৮০।

৭৬. বুখারী হা/৩৩১২-১৩।

৭৭. মুসলিম হা/২২৩৬; আবূদাঊদ হা/৫২৫৬, ৫২৫৮।

Contents

৮. শয়নকালে দরজা বন্ধ করা, আগুন নিভানো ও খাবার পাত্র ঢেকে রাখা :

ঘুমানোর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) কিছু কাজ করতে বলেছেন। প্রত্যেক পরিবারের জন্য তা মেনে চলা যরূরী। কেননা এতে বহু উপকারিতা রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوْا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنْتَشِرُ حِيْنَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوْهُمْ، فَأَغْلِقُوْا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوْا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوْا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوْا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوْا مَصَابِيْحَكُمْ-

‘যখন রাত আচ্ছন্ন হয় বা সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের সন্তানদের ঘরে আঁটকে রাখ। কেননা এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করলে তখন তাদের ছেড়ে দিতে পার। আর ঘরের দরজা বন্ধ করবে এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ করবে (বিসমিল্লাহ বলবে)। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর তোমরা আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমাদের মশকের মুখ বন্ধ করবে এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমাদের পাত্রগুলোকে ঢেকে রাখবে, কমপক্ষে পাত্রগুলোর উপর কোন বস্তু আড়াআড়ি করে রেখে দিও। আর (শয্যা গ্রহণের সময়) তোমরা তোমাদের প্রদীপগুলো নিভিয়ে দিবে’।[৭৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

أمرنا بأربع ونهانا عن خمس: إذا رقدتَ فأغلقْ بابَك وأَوْكِ سقاءَك وَخَمِّرْ إناءَك وأطفئ مصباحَك فإن الشيطانَ لا يفتحُ بابًا ولا يحلُّ وِكاءً ولا يكشفُ غِطاءً وإن الفأرَةَ الفُوَيسِقَةَ تحرقُ على أهل البيتِ بيتَهم، ولا تأكلْ بشمالِك ولا تشربْ بشمالِك ولا تمشِ فى نعلٍ واحدةٍ ولا تشتمل الصَّماءَ ولا تحتبِ فى الدار مُفْضِيًا-

‘আমাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পাঁচটি বিষয় নিষেধ করা হয়েছে। ১. যখন তুমি ঘুমাবে, তখন তোমার বাড়ীর দরজা বন্ধ

---

৭৮. বুখারী হা/৫৬২৩; মুসলিম হা/২০১২; মিশকাত হা/৪২৯৪।

করবে, ২. পানপাত্রের মুখ বন্ধ করবে, ৩. খাবার পাত্র ঢেকে রাখবে, ৪. বাতি নিভিয়ে দিবে। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, বন্ধ মশক খুলতে পারে না, ঢাকনা উন্মুক্ত করতে পারে না। আর ছোট ফাসেক প্রাণী ইঁদুর বাড়ীর অধিবাসীসহ বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। ১-২. বাম হাতে পানাহার কর না। ৩. এক পায়ে জুতা পরিধান করে চলো না। ৪. দু'দিকে ফিরিয়ে চাদর গায়ে জড়িয়ে পরিধান করো না, যাতে হাত বের করা দুষ্কর হয়। ৫. এক পায়ের উপরে আরেক পা তুলে দিয়ে এমনভাবে শয়ন করো না, যাতে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়'।[৭৯]

৯. বাড়ীকে আল্লাহ্র যিকরের স্থানে পরিণত করা :

ঘর-বাড়ীকে আল্লাহ্র যিকরের স্থানে পরিণত করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য করণীয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتِ الَّذِىْ لاَ يُذْكَرُ اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ– 'যে বাড়ীতে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যে বাড়ীতে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এরূপ দু'টি বাড়ীর তুলনা হচ্ছে জীবিত ও মৃতের সঙ্গে'।[৮০] তিনি আরো বলেন,

مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً–

'যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসল অথচ আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা। আর যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করার পর আল্লাহ্র নাম নিল না তার জন্যও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা'।[৮১] উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা অনুমিত হয় যে, ঘর-বাড়ীতে থাকাবস্থায় যতটুকু সময় বা ফুসরত পাওয়া যায়, সেটুকু আল্লাহ্র যিকরে ব্যয় করা যরূরী। তাছাড়া প্রতিটি কাজের সাথে সাথে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা বাঞ্ছনীয়।

১০. দাওয়াতের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা :

নিজ পরিবার ও বাড়ীর সদস্যদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য এবং ছিরাতে মুস্তাকীমের উপরে পরিচালনার জন্য তাদের মাঝে দাওয়াত

---

৭৯. ছহীহ ইবনে হিব্বান; ছহীহাহ হা/২৯৭৪।

৮০. মুসলিম হা/৭৭৯।

৮১. আবূদাঊদ হা/৪৮৫৬; মিশকাত হা/২২৭২; ছহীহুল জামে' হা/৬১৩০।

অব্যাহত রাখা যরূরী। আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক। আমরা তোমার নিকট রূযী চাই না। আমরাই তোমাকে রূযী দিয়ে থাকি। আর (জান্নাতের) শুভ পরিণাম তো কেবল মুত্তাক্বীদের জন্যই' *(ত্বোয়া-হা ২০/১৩২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও, যখন তাদের বয়স হয় সাত বছর। আর তাদেরকে (ছালাতের জন্য প্রয়োজনে) প্রহার করা, যখন তাদের বয়স হয় দশ বছর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও'।[৮২]

সুতরাং সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পাশাপাশি বাড়ীতে আগত অতিথিদেরও দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া। এক কথায় বাড়ীকে দাওয়াতের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা উচিত। যাতে করে মুসলমানদের বাড়ীতে এসে সকলে দ্বীনের সঠিক দাওয়াত পেয়ে নিজেদের ঈমান-আক্বীদা ও আমল পরিশুদ্ধ করে নিতে পারে।

খ. বর্জনীয় :

১. ঘরে ছবি-মূর্তি না ঝুলানো :

ছবি-মূর্তি ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই এসব থেকে বাড়ী-ঘর মুক্ত রাখা মুমিনের অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমানের ঘর ছবি-মূর্তিতে ভরপুর থাকে। দেওয়ালে নিজের, মৃত পিতা-মাতার, প্রিয় ব্যক্তিত্বের বা নেতার ছবি ঝুলানো থাকে। কখনোবা নেতার প্রতিকৃতি ও ভাষ্কর্যও শোভা পায় মুসলমানদের ঘরে। কখনও শোভা বর্ধনের নামে বিভিন্ন প্রাণী-মূর্তির শোপিচ সাজানো থাকে শোকেচ, আলমারী ও কর্ণার সেলফে। অথচ এসবের জন্য ইহ-পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

---

৮২. আবূদাঊদ হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৫৭২; ছহীহাহ হা/৭৬৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮।

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ– ‘যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না’।[৮৩]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِيْ بَيْتِهِ شَيْئًا فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ– ‘রাসূল (ছাঃ) ছবিপূর্ণ কোন কিছু তাঁর বাড়ীতে দেখলে তা ছিড়ে বা ভেঙ্গে ফেলতেন’।[৮৪] তিনি আরো বলেন,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِيْ عَلَى سَهْوَةٍ لِيْ فِيْهَا تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (তাবূক যুদ্ধের) সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি আমার কক্ষে পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙিয়েছিলাম। তাতে ছিল প্রাণীর অনেকগুলো ছবি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা দেখে তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, ক্বিয়ামতের দিন ঐসব লোকের সর্বাধিক কঠিন আযাব হবে, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির (প্রাণীর) ছবি বা প্রতিকৃতি তৈরী করবে’।[৮৫]

অন্যত্র তিনি বলেন, قَدِمَ النَّبِيُّ مِنْ سَفَرٍ وَعَلَّقْتُ دُرْنُوْكًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَنْزِعَهُ فَنَزَعْتُهُ. ‘একদা রাসূল (ছাঃ) কোন এক সফর থেকে আসলেন, তখন আমি একটি ছবিসম্বলিত পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। রাসূল (ছাঃ) সেটা সরিয়ে ফেলতে বললেন, আমি তা সরিয়ে দিলাম’।[৮৬]

আয়েশা (রাঃ) একটি ছোট বালিশ ক্রয় করেছিলেন, তাতে ছবি আঁকা ছিল। রাসূল (ছাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় তা দেখতে পেলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ না করে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-

৮৩. বুখারী হা/৩২২৫, ৩৩২২; মুসলিম হা/২১০৬; মিশকাত হা/৪৪৮৯।

৮৪. বুখারী হা/৫৯৫২।

৮৫. বুখারী হা/৫৯৫৪; মুসলিম হা/২১০৭; মিশকাত হা/৪৪৯৫।

৮৬. বুখারী হা/৫৯৫৫।

এর নিকট তওবা করছি। আমি কি পাপ করেছি? (আপনি ঘরে প্রবেশ করছেন না কেন?)। রাসূল (ছাঃ) বললেন,

مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ.

'এই ছোট বালিশটি কোথায় পেলে? তিনি বললেন, আমি এটা এজন্য ক্রয় করেছি, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বসতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই যারা এই সমস্ত ছবি তোলে বা অংকন করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তোমরা যাদের তৈরি করেছ তাদের জীবিত কর। তিনি বললেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[৮৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিবরীল (আঃ) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাতে আপনার কাছে এসেছিলাম, কিন্তু আমি ঘরে প্রবেশ করিনি। কারণ গৃহদ্বারে অনেকগুলি ছবি ছিল এবং ঘরের দরজায় একখানা পর্দা টাঙ্গানো ছিল যাতে অনেকগুলি প্রাণীর ছবি ছিল। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছিল একটি কুকুর। বস্তুতঃ যে ঘরে এ সমস্ত জিনিস থাকে, আমরা সে ঘরে প্রবেশ করি না। সুতরাং ঐ সমস্ত ছবিগুলির মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিন, যা ঘরের দরজায় রয়েছে। তা কাটা হ'লে গাছের আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে আদেশ দিন যেন তাকে কেটে দু'টি গদি তৈরি করা হয়, যা বিছানা এবং পায়ের নিচে থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে আদেশ দিন যেন তাকে ঘর থেকে বের করা হয়। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) তাই করলেন'।[৮৮] আবু মাসঊদ উক্ববাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ أَفِي الْبَيْتِ صُوْرَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَبَى أَنْ يَّدْخُلَ حَتَّى كَسَرَ الصُّوْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ.

৮৭. বুখারী হা/৫৯৬১।

৮৮. তিরমিযী হা/২৮০৬; মিশকাত হা/৪৫০২, সনদ ছহীহ।

Contents

‘এক লোক তাঁর জন্য খাদ্য তৈরী করল। এরপর তাঁকে দাওয়াত দিল। অতঃপর তিনি বললেন, ঘরে কি ছবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন, শেষ পর্যন্ত ছবি ভেঙ্গে ফেলা হ’ল। অতঃপর তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন।[৮৯]

২. বাড়ীতে কুকুর প্রতিপালন না করা :

বাড়ীতে কুকুর প্রতিপালন করা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। আর এজন্য মুসলমানের নেক আমলের ছওয়াব নষ্ট হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيْرُ– ‘যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না’।[৯০] তাছাড়া কুকুর প্রতিপালনে বহু নেকী হ্রাস পায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ، إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ‘যে ব্যক্তি শস্য ক্ষেতের পাহারা কিংবা পশুর হিফাযতের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল হ’তে এক ক্বীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে’।[৯১] অন্য হাদীছে দুই ক্বীরাতের কথা উল্লেখিত হয়েছে।[৯২] তবে তিনটি কারণে কুকুর পোষা জায়েয। যথা- ১. পশুপাল পাহারা দেওয়া, ২. শস্যক্ষেত পাহারা দেওয়া ও ৩. শিকার করার জন্য।[৯৩]

৩. ক্রস ও ক্রসের জন্য ব্যবহৃত বস্তু বা অন্য কোন ধর্মের নিদর্শন না রাখা :

মুসলমান স্বীয় দ্বীনের উপরে বেঁচে থাকে। তার সমস্ত হুকুম-আহকাম ও নির্দেশ মোতাবেক তার দিন-রাত অতিবাহিত করে। শরী‘আতে নিষিদ্ধ কোন কাজ সে করে না। এজন্য অন্য কোন ধর্মের প্রতীক দ্বারা সে নিজের গৃহকে সজ্জিত করবে না। বরং সেগুলোকে স্বীয় গৃহ থেকে দূরে রাখবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِى بَيْتِهِ شَيْئًا

৮৯. আলবানী, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১৬৫।

৯০. বুখারী হা/৪০০২, ৫৯৪৯; মুসলিম হা/২১০৬; মিশকাত হা/৪৪৮৯ ‘পোষাক’ অধ্যায়।

৯১. বুখারী হা/২৩২২, ৩৩২৪; মুসলিম হা/১৫৭৫; আহমাদ ৯৪৯৮।

৯২. বুখারী হা/৫৪৮০-৮২; মুসলিম হা/১৫৭৪-৭৫।

৯৩. নাসাঈ হা/৪২৯০-৯১, সনদ ছহীহ।

–فِيْهِ تَصَالِيْبُ إِلاَّ نَقَضَهُ ‘নবী করীম (ছাঃ) নিজের ঘরের এমন কিছুই না ভেঙ্গে ছাড়তেন না, যাতে ক্রুসের চিহ্ন বা ছবি থাকত’।[৯৪] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ،

‘ইবনু মারিয়াম [ঈসা (আঃ)] তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে অবতরণ না করা পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না। তিনি এসে ক্রুস ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিযয়া কর তুলে দিবেন। তখন ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না’।[৯৫]

৪. ঘরে চিতাবাঘের চামড়া ঝুলিয়ে বা বিছিয়ে না রাখা :

যেসব জিনিস থেকে ঘরকে মুক্ত রাখা যরূরী তন্মধ্যে চিতাবাঘের চামড়া অন্যতম। মিকদাম ইবনু মা‘দীকারিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হিংস্র জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে এবং এর চামড়ার তৈরী গদিতে বসতে নিষেধ করেছেন।[৯৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَرْكَبُوْا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ ‘তোমরা রেশমের এবং চিতা বাঘের তৈরী গদিতে আরোহী হবে (বসবে) না’।[৯৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, نَهَى عَنْ رُكُوْبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ. ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিতাবাঘের চামড়ার গদিতে বসতে এবং স্বর্ণের জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন’।[৯৮]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا جِلْدُ نَمِرٍ، ‘ফেরেশতারা চিতাবাঘের চামড়ার তৈরী আসনে আসিন ব্যক্তির সঙ্গী হয় না’।[৯৯]

---

৯৪. বুখারী হা/৫৯৫২; মিশকাত হা/৪৪৯১।
৯৫. বুখারী হা/২৪৭৬; মুসলিম হা/১৫৫; মিশকাত হা/৫৫০৫।
৯৬. আবূদাঊদ হা/৪১৩১।
৯৭. আবূদাঊদ হা/৪১২৯, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৩৫৭।
৯৮. আবূদাঊদ হা/৪২৩৯, সনদ ছহীহ।
৯৯. আবূদাঊদ হা/৪১৩০, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৯২৪।

৫. বাদ্যযন্ত্র না রাখা :

বর্তমানে ইসলামী জীবন যাপনে যেসব জিনিস অত্যধিক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র। সর্বত্র এসবের দৌরাত্ম্য পরিলক্ষিত হয়। আর এসব শোনা ও শুনানোর জন্য বর্তমানে বিভিন্ন উপায়-উপকরণ বের হয়েছে। সেগুলো মানুষ নিজের উপার্জন থেকে সংগ্রহ করছে। বিভিন্ন প্রকার মোবাইল, কম্পিউটার, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবহার করছে। এসব জিনিস একদিকে মানুষের জীবনযাত্রা অতীব সহজ করে দিয়েছে। অন্যদিকে এসবের অপব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। যা কেউ রোধ করতে পারছে না। অথচ গান-বাজনা পাপের মূল। এর মাধ্যমে অন্তরে মুনাফিকী পয়দা হয় এবং এটা খারাপ কাজ বৃদ্ধির একটি অন্যতম উৎস। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ، كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ، 'গান-বাজনা অন্তরে নিফাক্বী (শঠতা) সৃষ্টি করে যেমন পানি সবজি উৎপাদন করে'।[১০০]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا– 'আর তাদের মধ্য থেকে যাকে পার সত্যচ্যুত কর (পাপের প্রতি) তোমার আহ্বান দ্বারা এবং তুমি তাদের উপর হামলা কর তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা। আর (হারাম আয়-ব্যয়ের মাধ্যমে) তুমি শরীক হয়ে যাও তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তাদেরকে (মিথ্যা) প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুতঃ শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৬৪)*।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সেগুলো হচ্ছে ঐসব জিনিস যা মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বান জানায়। ক্বাতাদাহ (রহঃ) বলেন, সেগুলো

১০০. আবূদাঊদ হা/৪৯২৭; মাওকূফ হিসাবে ছহীহ। দ্র. ইসলাম ওয়েব, ফৎওয়া নং ২৮৩০২১।

Contents

হচ্ছে খেল-তামাশার বস্তু ও সংগীত।[১০১] মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা অনর্থক খেলা-ধূলা ও সংগীতকে বুঝানো হয়েছে।[১০২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 'লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, তারা তাদের অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরীদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য এবং তারা আল্লাহ্র পথকে বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি' *(লোক্বমান ৩১/৬)*। এ আয়াতে 'বাজে কথা' দ্বারা গান-বাজনাকে বুঝানো হয়েছে।[১০৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেন, نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ– 'দু'টি অভিশপ্ত ও পাপিষ্ঠ শব্দ থেকে আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি। (১) বাজনার শব্দ ও নাচ-গানের সময় শয়তানের সুরধ্বনি (২) বিপদের সময় মুখ ও বুক চাপড়ানোর ক্রন্দন ধ্বনি'।[১০৪] অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

لاَ تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ وَلاَ تَشْتَرُوهُنَّ وَلاَ تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلاَ خَيْرَ فِيْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ فِيْ مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

'তোমরা গায়িকাদের বিক্রয় কর না, ক্রয়ও কর না এবং তাদেরকে গানের প্রশিক্ষণও দিও না। এদের ব্যবসায়ের মধ্যে কোন রকম কল্যাণ নেই এবং এদের বিনিময় মূল্য হারাম। এই আয়াত এ ধরণের লোকদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে- 'লোকদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, তারা তাদের অজ্ঞতা বশে বাজে কথা খরীদ করে মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য

---

১০১. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৫/৯৩, ইসরা ৬৪ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।*
১০২. *তাফসীরে ত্বাবারী, ১৭/৪৯১।*
১০৩. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৬/৩৩০।*
১০৪. *তিরমিযী হা/১০০৫; ছহীহাহ হা/২১৫৭।*

এবং তারা আল্লাহ্র পথকে বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে হীনকর শাস্তি' *(লুকমান ৩১/৬)*।[১০৫]

সুতরাং আমাদের জন্য করণীয় হ'ল আধুনিক এসব আবিষ্কারকে বৈধ কাজে ব্যবহার করা। যেমন মোবাইল ব্যবহার করে আত্মীয়-স্বজনের খবর নেওয়া, কম্পিউটারে বৈধ কাজ করা, টিভিতে ওয়ায-নছীহত কুরআন তেলাওয়াত শোনা, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখা ও খবর শোনা যেতে পারে। মোটকথা পাপ কাজ ব্যতিরেকে বৈধ কাজে এসব ব্যবহার করা।

৬. গৃহে স্বর্ণ-রূপার থালা ব্যবহার না করা :

স্বর্ণ-রূপার জিনিস যেমন- থালা-বাটি, পেয়ালা বা এ জাতীয় কোন কিছু ব্যবহার করা মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ، 'যে ব্যক্তি রৌপ্যের পাত্রে পান করে সে তো তার উদরে জাহান্নামের অগ্নি প্রবিষ্ট করায়'।[১০৬] তিনি আরো বলেন, وَلاَ تَشْرَبُوْا فِىْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوْا فِى صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا– 'তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না। কেননা এগুলো দুনিয়াতে তাদের অর্থাৎ অমুসলিমদের জন্য ব্যবহার্য। আর তোমাদের জন্য হ'ল আখিরাতে ব্যবহার্য'।[১০৭]

৭. পানাহারে অপচয় থেকে বেঁচে থাকা :

অপচয় ও অপব্যয় নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ– 'তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। তিনি আরো বলেন, وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوْرًا– 'আর তুমি মোটেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই

---

১০৫. তিরমিযী হা/১২৮২, ৩১৯৫; ইবনু মাজাহ হা/২১৬৮; *মিশকাত হা/২৭৮০;* ছহীহাহ হা/২৯২২।

১০৬. *বুখারী হা/৫৬৩৪; মুসলিম হা/২০৬৫; মিশকাত হা/৪২৭১।*

১০৭. *মুসলিম হা/২০৬৭।*

Contents

অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ' *(ইসরা ১৭/২৬-২৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَتَصَدَّقُوْا وَالْبَسُوْا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيْلَةٌ– 'তোমরা পানাহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো যতক্ষণ না তার সাথে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়'।[১০৮] এজন্য মুসলমানের উচিত পানাহারে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যয় করা এবং অল্পে তুষ্ট থাকা। আর সার্বিকভাবে অপব্যয় এড়িয়ে চলা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِى الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِى الثَّمَانِيَةَ– 'একজনের খাবার ২ জনের জন্য, ২ জনের খাবার ৪ জনের জন্য এবং ৪ জনের খাবার ৮ জনের জন্য যথেষ্ট'।[১০৯] এভাবে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ও পোষাক ব্যবহার করে অপচয় ও অপব্যয় থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

৮. বসতবাড়ী নির্মাণে প্রতিযোগিতা পরিহার করা :

বাড়ী-ঘর, অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা না করা। জিবরীল (আঃ) ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِى الْبُنْيَانِ– 'দাসী তার মনিবকে জন্ম দেবে (অর্থাৎ সন্তান তার মায়ের নাফরমানী করবে); আর তুমি দেখবে যে, খালি পা ও খালি গায়ের অধিকারী মুখাপেক্ষী রাখাল সম্প্রদায়ের লোকেরা উঁচু-উঁচু প্রাসাদ তৈরী করে গর্ব প্রকাশ করবে'।[১১০]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَرَّ بِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِيْ أَنَا وَأُمِّيْ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهِ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ شَىْءٌ أُصْلِحُهُ فَقَالَ الأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ ذَاكَ.

---

১০৮. ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৫; মিশকাত হা/৪৩৮১, সনদ হাসান।

১০৯. মুসলিম হা/২০৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৪; মিশকাত হা/৪১৭৮।

১১০. মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২।

Contents

‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ও আমর মা তখন আমার একটি দেয়াল মেরামত করছিলাম। তিনি বললেন, হে আব্দুল্লাহ! কি হচ্ছে? আমি বললাম, কিছু মেরামত করছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি দেখছি, নির্দেশ (ক্বিয়ামত বা মৃত্যু)-এর চেয়েও দ্রুত ধাবমান’।[১১১] প্রয়োজনে বাড়ী নির্মাণ করা যাবে। কিন্তু এসব নিয়ে গর্ব-অহংকার করা এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া যাবে না।

৯. বাড়ীতে পর পুরুষ ও পরনারীতে নির্জনে অবস্থান না করা :

বাড়ীতে নির্জনে পরপুরুষ ও পর নারীতে একত্রে অবস্থান করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ. ‘মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। এক আনছার ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য’।[১১২]

তিনি আরো বলেন,-لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ‘একজন স্ত্রীলোকের সাথে একজন পুরুষ একাকী থাকলে তাদের মধ্যে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে যোগ দেয়’।[১১৩]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নারী পুরুষের জন্য ফিৎনার কারণ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথে নির্জনে একাকী অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এমতাবস্থায় শয়তান তাকে সুশোভিত করে পেশ করে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করতে যারপর নেই চেষ্টা করে। তাই পর নারীর সাথে একাকী নির্জনে অবস্থান করা সর্বতোভাবে পরিহার করা যরূরী। যাতে শয়তান আমাদেরকে কোনভাবে ভুল পথে পরিচালিত করে পাপে লিপ্ত করতে না পারে।

---

১১১. আবূদাঊদ হা/৫২৩৫; মিশকাত হা/৫২৭৫, সনদ ছহীহ।
১১২. বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২।
১১৩. তিরমিযী হা/১১৭১; মিশকাত হা/৩১১৮, সনদ ছহীহ।

১০. কাফির-মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন না করা :

বাড়ী-ঘরের নির্মাণে, তার অভ্যন্তরের জিনিসপত্র ও আসবাবপত্রে বিধর্মীদের অনুকরণ না করা। বাড়ীর ভিতরে ছবি-মূর্তি রাখা, গান-বাজনা করা, কাফির-মুশরিকদের অনুকরণে অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাদৃশ্য পরিহার করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে'।[১১৪]

বিধর্মী ও কাফের-মুশরিকরা পোষাক পরিধানে শালীনতা অবলম্বন করে না। তেমনি তারা নারী-পুরুষের পোষাকে বাছ-বিচার করে না। যেমন তাদের মাঝে পুরুষের ন্যায় নারীরা প্যান্ট-শার্ট, টি-শার্ট ইত্যাদি পরিধান করে। ইসলাম এভাবে নারীদেরকে পুরুষের সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরতে এবং পুরুষদেরকে নারীদের সাদৃশ্যপূর্ণ পোষাক পরতে নিষেধ করেছে। হাদীছে এসেছে, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই সব মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে এবং সে সকল পুরুষদের উপর অভিশাপ করেছেন যারা মহিলাদের বেশ ধারণ করে'।[১১৫] অন্যত্র এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ–

'রাসূল (ছাঃ) মহিলার পোষাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোষাক পরিধানকারী মহিলাকে অভিশাপ করেছেন'।[১১৬]

বর্তমানে অনেক যুবক ফ্যাশনের জন্য নারীদের ন্যায় লম্বা চুল রাখে, হাতে বালা, ব্রেসলেট পরে; কানে রিং পরিধান করে। এসব স্রেফ মহিলাদের

---

১১৪. আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭; ছহীহুল জামে হা/২৮৩১, ৬১৪৯।

১১৫. বুখারী হা/৫৮৮৫; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৪; মিশকাত হা/৪৪২৯।

১১৬. আবূদাঊদ হা/৪০৯৮; মিশকাত হা/৪৪৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৫০৯৫।

সাদৃশ্য। আবার মেয়েরা পায়ের নলা উন্মুক্ত করে পালাজ্জো পাজামা পরে; টাইট ফিটিং পোষাক ও শর্ট স্কার্ট পরে; পুরুষের ন্যায় চুল ছোট করে রাখে। এসব পুরুষের সাদৃশ্যই বটে। তাই শুধু পোষাকে নয় বরং বেশ-ভূষা, চাল-চলন সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষ পরস্পরের সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকবে।

উপসংহার

দুনিয়াবী জীবনে বসবাসের জন্য বাড়ী-ঘর এক গুরুত্বপূর্ণ নে'মত। আল্লাহ বলেন, –وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا 'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহকে করেছেন আবাসস্থল' *(নাহল ১৬/৮০)*। এ বাড়ী-ঘরে অবস্থান করা দুনিয়াবী ফিৎনা-ফাসাদ থেকে নিরাপদ থাকার উপায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, –سَلاَمَةُ الرَّجُلِ فِيْ الْفِتْنَةِ أَنْ يَّلْزِمَ بَيْتَهُ 'ব্যক্তির নিরাপত্তা হচ্ছে বাড়ীতে বা ঘরে অবস্থান করায়'।[১১৭] বাড়ীতে অবস্থানের ফলে সে আল্লাহ্র যিম্মাদারীতে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَوْ قَعَدَ فِيْ بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ– 'কিংবা সে তার বাড়ীতে বসে থাকবে তাহ'লে তার থেকে মানুষ নিরাপদে থাকবে এবং সেও নিরাপদে থাকবে'।[১১৮] সুতরাং বাড়ী-ঘরকে ইসলামী বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তোলা একজন মুমিনে অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন-আমীন!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ– رَبَّنَا اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ–

॥ সমাপ্ত ॥

---

১১৭. ছহীহুল জামে' হা/৩৬৪৯।

১১৮. আহমাদ হা/২২১৪৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১২৬৮।